একক ১২ ❐ ডিউই ডেসিম্‌ল ক্লাসিফিকেশন

গঠন

১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ গঠন
১২.৩ উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য
১২.৪ বিদ্যাভিত্তিক বর্গীকরণ
১২.৫ সাধারণী
  ১২.৫.১ দর্শন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী
  ১২.৫.২ ধর্ম
  ১২.৫.৩ সমাজ বিজ্ঞান
  ১২.৫.৪ ভাষা
  ১২.৫.৫ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
  ১২.৫.৬ প্রযুক্তি বিজ্ঞান
  ১২.৫.৭ শিল্প : চারুশিল্প ও মণ্ডন শিল্প
  ১২.৫.৮ সাহিত্য
  ১২.৫.৯ সাধারণ ভূগোল ও ইতিহাস
১২.৬ সাংকেতিক চিহ্ন
  ১২.৬.১ ক্রমপর্যায়ী গঠন
  ১২.৬.২ স্মৃতিসহায়ক
১২.৭ সহায়িকা ছক
  ১২.৭.১ ছক নম্বর ১
  ১২.৭.২ ছক নম্বর ২
  ১২.৭.৩ ছক নম্বর ৩
  ১২.৭.৪ ছক নম্বর ৪
  ১২.৭.৫ ছক নম্বর ৫
  ১২.৭.৬ ছক নম্বর ৬
  ১২.৭.৭ ছক নম্বর ৭
১২.৮ পুনর্বিন্যাস
১২.৯ পরিমার্জন
  ১২.৯.১ পরিমার্জনের প্রকারভেদ
১২.১০ সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা
১২.১১ ঊনবিংশ সংস্করণ : ব্যবহারিক প্রয়োগ
  ১২.১১.১ সাধারণ নির্দেশাবলী
  ১২.১১.২ সাংকেতিক চিহ্নাবলীর সংশ্লেষণ
১২.১২ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

১২.১৩ মূল্যায়ন
১২.১৪ ডিভিসি-র ব্যবহার
১২.১৫ রাশি বিভাজন রীতি
১২.১৬ কল নম্বর
১২.১৬.১ কাটার নম্বর
১২.১৬.২ অনন্য কল নম্বর
১২.১৬.৩ কল নম্বরের উপসর্গ
১২.১৭ অনুশীলনী
১২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ প্রস্তাবনা

1872 খ্রিস্টাব্দ। আমহার্স্ট কলেজ। ছাত্র হিসেবে ডিউই পেলেন গ্রন্থাগারে সহকারীর পদ। এক বছরের মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল গ্রন্থাগারে গ্রন্থ বিন্যাসের এক উন্নততর পদ্ধতির পরিকল্পনা। দু'বছর পরেই তাঁর পদোন্নতি হল। ডিউই পেলেন কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ। তারপর 1876 খ্রিস্টাব্দে নাম অজ্ঞাত রেখে প্রকাশিত হল ডিউই-র 'এ ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সাবজেক্ট ইনডেক্স ফর ক্যাটলগিং অ্যান্ড অ্যারেঞ্জিং দ্য বুকস অ্যান্ড প্যামপ্লেটস অব এ লাইব্রেরি'। তখন ডিউই ভাবতে পারেননি এ গ্রন্থের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা। শুধু বর্গীকরণ নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকেই ডিউই-র ভূমিকা অগ্রবর্তী নায়কের। 1876 খ্রিস্টাব্দে শুরু হল 'লাইব্রেরি জার্নাল'-এর প্রকাশনা। ডিউই হলেন তার প্রথম সম্পাদক। ওই বছরেই প্রতিষ্ঠিত হল আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। তিনিই হলেন তার প্রথম সেক্রেটারি। 1887 থেকে আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রথম গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষাক্রম চালু হয়। এরও প্রথম ও প্রধান ঋত্বিক হলেন ডিউই। তারপর প্রচলিত হল যথাযথ মাপের ক্যাটালগ কার্ড (12.5 সি.এম. ×7.5 সি.এম.)। একাশি বৎসরের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে ডিউই-র সারস্বত সাধনা শুধু গ্রন্থাগারবিদ্যার চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বানান সংস্কারেও তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। যদিও সাম্প্রতিক কালে ডিউই-র বর্গীকরণ পদ্ধতিকে কোনো কোনো দিক থেকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়, তবু, তাঁর প্রতিভা আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়েরই উদ্রেক করে।

ডিউই-র প্রথম সংস্করণ ছিল বারো পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা—বারো পৃষ্ঠার ছক বা টেবল, আর আঠারো পৃষ্ঠার নির্দেশিকা বা ইনডেক্স। কিন্তু এর অভিনবত্ব নিহিত মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ; প্রথম, শেল্‌ফের পরিবর্তে বইয়ের জন্য দশমিক সংখ্যা নির্ধারণ, দ্বিতীয়, বিস্তৃততর বিষয়সমূহের উল্লেখ ; তৃতীয়, সম্বন্ধ-নির্ণায়ক বিষয় নির্দেশিকা বা রিলেটিভ ইনডেক্স। অনেকের মতে লাইব্রেরির বই বর্গীকরণের অগ্রগতির ইতিহাসে ডিউই-র মূল বর্গীকরণ পদ্ধতির চেয়েও এই তিনটি নীতির অবদান অনেক বেশি।

আরবীয় সংখ্যার বাঁ পাশে দশমিক বিন্দু ও একটি শূন্য বসিয়ে চলেছিল ডিউই-র বিশ্বজ্ঞান বিভাজনের সাধনা। সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় সেই বইতে দশটি মুখ্য শ্রেণীকে দশমিক প্রথায় দশ-দশ ভাগে ভাগ করে দাঁড়াল হাজারে (000-999)। 2003 সালে বাইশ সংস্করণে সেই মূলনীতিই অনুবর্তিত। পৃষ্ঠা সংখ্যার হিসেবে সেই পুস্তিকাই এক মহাগ্রন্থের রূপলাভ করেছে। চারটি তার খণ্ড ; বিশাল মুখবন্ধ, সারণি, ছক ও সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকায় ভারাক্রান্ত।

১২.২ গঠন

ডিউই ঐক্যবদ্ধ জ্ঞানরাজ্যকে নয়টি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং দশম শ্রেণীটি রাখেন সাধারণ জ্ঞানের জন্য। সেই শ্রেণীগুলি লেখা হয় :

0.0 সাধারণী
0.1 দর্শন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী
0.2 ধর্ম
0.3 সমাজবিজ্ঞান
0.4 ভাষাতত্ত্ব
0.5 বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
0.6 প্রযুক্তি বিজ্ঞান
0.7 শিল্প : চারুশিল্প ও মণ্ডন শিল্প
0.8 সাহিত্য
0.9 সাধারণ ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী

ব্যবহারের সুবিধের জন্য গোড়ার 0 (শূন্য) ও দশমিক বিন্দু বর্জিত হয়। মুখ্য শ্রেণীগুলি জ্ঞানের মৌল ভাগগুলিকে নির্দেশ করে, যেমন—100 দর্শন, 200 ধর্ম, 300 সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি।

১২.৩ উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য

ডিউই-র বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

1. আপেক্ষিক অবস্থিতি (Relative location) : বিষয়বস্তু অনুসারে বই সাজানোর পরিকল্পনা ডিউই-র পদ্ধতিতেই প্রথম দেখা যায়। ডিউই-র পূর্ব পর্যন্ত শেল্‌ফের উপর অবস্থিতি অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হত ; এক কথায় প্রত্যেকটি বইয়ের অবস্থিতি ছিল স্থির, নির্দিষ্ট। কিন্তু ডিউই শেল্‌ফের পরিবর্তে বিষয় অনুসারে প্রতিটি বইয়ের সাংকেতিক চিহ্নীকরণ প্রচলন করেন। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের আনুপাতিক সম্বন্ধ অনুযায়ী বইয়ের সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া শুরু হল, শেল্‌ফের উপরকার অবস্থান গৌণ হয়ে গেল। এতে একই বিষয়ের নতুন নতুন বই অনায়াসে বর্তমানে অনুসৃত ক্রমের মধ্যেই রাখা সম্ভব হল। ডিউই-র আপেক্ষিক অবস্থিতির এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা সহজসাধ্য হয়েছে তাঁর প্রবর্তিত দশমিক সাংকেতিক চিহ্ন প্রচলনের ফলে।

2. দশমিক সাংকেতিক চিহ্ন : মুখ্য বিষয় শ্রেণীসমূহের অতিরিক্ত অপর একটি শ্রেণী রয়েছে সাধারণ জ্ঞানের জন্য। প্রতিটি মুখ্য শ্রেণী দশটি উপবিভাগে বিভক্ত, সেগুলির প্রত্যেকটিকে আবার দশভাগে বিভক্ত করা যায়। এইভাবে প্রত্যেকটি বিষয়কে ক্রমান্বয়ে দশটি করে উপবিভাগে ভেঙে ফেলার এই পদ্ধতির ফলে ডিডিসি-তে বিষয় বিভাজনের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির সুপ্রচুর অবকাশ রয়ে গেছে।

3. সূক্ষ্ম উপবিভাজন (Detailed Subdivision) : ডিউই নতুন বইয়ের স্থান সংকুলানের জন্য বই সরিয়ে সাজানোর প্রথা প্রবর্তন করায় সূক্ষ্ম উপবিভাজনের বা বিস্তৃততর বিষয়সমূহের উল্লেখ সম্ভব হয়েছে। ডিউই তাঁর

প্রথম সংস্করণে এক হাজার বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। ডিডিসি ঊনবিংশ সংস্করণে এই বিষয়ের সংখ্যা হল 21504 (সহায়ক ছক বাদে)। অবশ্য বৃহত্তর সংশ্লেষণের অবকাশ রাখা হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ডিডিসিতে সম্প্রসারণের সুযোগ সবসময়েই উন্মুক্ত।

4. সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকা (Relative index) : একটি বিষয় জ্ঞানের একাধিক শাখার অন্তর্গত হতে পারে। বর্গীকরণ তালিকার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেই বিষয়ের উল্লেখ থাকা সম্ভব। ডিউই সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকার একই বিষয়ের পৃথক পৃথক অবস্থানকে একটি পদের অধীনে এনেছেন। সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকার উপযোগিতা দ্বিবিধ : (ক) এটি একটি প্রদত্ত বিষয়ের সংস্থাপন যথাযথভাবে নির্দেশ করে, (খ) একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ফলে পৃথক পৃথক স্থানে ছড়িয়ে যায়—নির্দেশিকা সেই সব দিক তুলে ধরে একই স্থানে নিয়ে এসে। বিষয় নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সর্বোপরি ডিউই-র রিলেটিভ ইনডেক্সের আর একটি সুবিধে সমার্থক শব্দের তালিকা। বহু ক্ষেত্রেই এই তালিকা সন্নিবেশিত।

১২.৪ বিদ্যাভিত্তিক বর্গীকরণ (Classification by Discipline)

গ্রন্থাগারের গ্রন্থসামগ্রী বর্গীকরণের সময় সাধারণত বিষয় সাম্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকটি বর্গীকরণ পদ্ধতিকে বাদ দিলে অধিকাংশ পদ্ধতিই কিন্তু বিদ্যাভিত্তিক। ডিডিসি শুরু থেকেই এই বিদ্যাভিত্তিক আদর্শকে বজায় রেখেছে। মূলবর্গ বা উপবর্গ সবই এখানে নিরূপিত হয় বিদ্যাভিত্তিকতার দ্বারা—বিষয়ভিত্তিকতা নয়। ফলে একই বিষয় বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হতে পারে। ধাতু হিসেবে তামার কথাই ধরা যাক। তামাকে একই সঙ্গে রসায়ন, ধাতুতত্ত্ব, খনিবিদ্যা, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি বিভাগে বিন্যস্ত করা যায়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বা আলোচনার দিক্‌দর্শন এই বিন্যাসকে নিরূপিত করে। ডিউই দশমিক বর্গীকরণে দৃষ্টিকোণ গুরুত্ব প্রাপ্ত। সেখানে বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট প্রসঙ্গকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন, তামার রাসায়নিক দিক রসায়নের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, আবার তামার ধাতব দিক অন্তর্ভুক্ত হবে ধাতুতত্ত্ব বিভাগের। ডিডিসির এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিকে সঠিক বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়সমূহ বিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সাধারণত বিচার্য হয়।

১২.৫ সাধারণী

এই শ্রেণীতে সাধারণ জ্ঞানের বইকে বিন্যস্ত করা হয়। সাধারণত এই ধরনের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত না হওয়ায় প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে এর সংস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন,

000	সাধারণী
010	গ্রন্থপঞ্জী
020	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান
030	সাধারণ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
040	অনির্ধারিত রয়ে গেছে
050	সাধারণ ধারাবাহিক প্রকাশন

060 সাধারণ সংগঠন ও প্রদর্শমালা-সংক্রান্ত বিদ্যা

070 সাংবাদিকতা, প্রকাশন, সংবাদপত্র

080 সাধারণ সংগ্রহ

090 পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

তাই এই শ্রেণীতে পরিবর্তন আনা হল জ্ঞানরাজ্যের পরিব্যাপ্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে। প্রকাশিক বস্তুর আকার, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের নিয়ত পরিবর্তনশীল বিস্তৃত পরিসরে এই শ্রেণীকে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া হল। কাজটি একদিকে যেমন সহজ তেমনি অন্যদিক থেকে যথেষ্টই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকদের নিজস্ব জগতের অগ্রগতির মূল্যায়নে কিছু সংশয় থেকেই যায়। বর্তমান যুগের বৈদ্যুতিন বিপ্লবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়তো এ বর্গের মধ্যেও অদূর ভবিষ্যতে এসে যাবে আরও কিছু অদলবদল।

একদিক থেকে বিচার করলে এই শ্রেণীকে রূপগত শ্রেণীও বলা যায়। কারণ, গ্রন্থপঞ্জি, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থগুলি এই পর্যায়েই ভুক্ত হয়।

১২.৫.১ দর্শন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী

এই শ্রেণীতে যেন দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অবতারণা ঘটেছে। যেমন,

100 দর্শন ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী

110 অধিবিদ্যা

120 জ্ঞানতত্ত্ব

130 অপ্রাকৃত বিষয় এবং শিল্প

140 বিশেষ বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী

150 মনোবিদ্যা

160 যুক্তিবিদ্যা

170 নীতিশাস্ত্র

180 প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও প্রাচ্য দর্শন

190 আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন

শ্রেণীটি ছোটো। সেইহেতু এর সমস্যা সবকিছু অচল করে দেবার মতো নয়। শ্রেণীবিভাজনটি এখনও অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। যেমন, মনোবিদ্যা এখন বিজ্ঞানের শাখা হিসেবেই সমাদৃত। সাম্প্রতিক জ্ঞানের রাজ্যে বহু বিষয়কেই হয় ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান নয় জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর আওতায় অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য এ শ্রেণীর সারণির মধ্যে বিষয় পরিধি সংক্রান্ত বহু টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হয়েছে। তুলনায় বরং 'যোগ কর' (Add Instruction) নির্দেশের অপ্রতুলতা কিছুটা দৃষ্টিকটু।

১২.৫.২ ধর্ম

ধর্ম সম্পর্কে ডিউই-র ব্যক্তিগত সংস্কারাচ্ছন্নতা শ্রেণীটিকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে দেয়নি। বেশ কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির শিকার হয়ে উঠেছে এ বর্গটি। শ্রেণীর বিভাগ দশটি অনুধাবন করলেই সেটা বোঝা যাবে।

200 ধর্ম

210 স্বভাবধর্ম

220 বাইবেল

230 খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব

240 খ্রিস্টান নীতি ও প্রার্থনা সংক্রান্ত

250 স্থানীয় গির্জা ও ধর্ম সম্প্রদায়

260 সামাজিক ও যাজকীয় ধর্মতত্ত্ব

270 গির্জার ইতিবৃত্ত ও ভৌগোলিক অবস্থান

280 খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও অনুগামীবৃন্দ

290 অন্যান্য ধর্ম ও তুলনামূলক ধর্ম

অষ্টাদশ সংস্করণটি থেকেই নানা কলাকৌশল অবলম্বনে সমস্যার কিছুটা সুরাহা করার চেষ্টা চলেছে। কিছু সংক্ষিপ্ত আকারের সংখ্যামালা উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলির সাহায্যে পছন্দসই যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে সনাক্ত করার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। গঠন ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অনেক বেশি সাদৃশ্য অনুভূত হয়। দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের তুলনায় ধর্মের বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে 100 বর্গ থেকে 200 বর্গের ফ্যাসেটের সংখ্যা বেশি। তা ছাড়া, সংযোজিত হয়েছে দুটি পরিপূরক ছক। একটিতে আছে, তারকা চিহ্নিত সংখ্যাগুলির জন্য পাদটীকার নির্দেশ। দুটি ছকের সাহায্যেই সংশ্লেষাত্মক সংখ্যা তৈরির কাজ হয়ে গেছে অনায়াসসাধ্য। আর আছে ষাটটির অধিক 'যোগ কর' নির্দেশ, পূর্ববর্তিতার দৃষ্টান্ত সমন্বিত দুটি ছক।

১২.৫.৩ সমাজবিজ্ঞান

ডিডিসি-র অষ্টাদশ সংস্করণে 300-এর মধ্যে ক্রমাগত রয়ে গেছে পরিবর্তনের হাওয়া। ঊনবিংশ সংস্করণে এই হাওয়ার গতিবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় সংস্করণেই 'পরিধি টীকা' বা 'স্কোপ নোটস' ও 'রেফারেন্সের' বহর পরিপুষ্ট হয়েছে। ঊনবিংশ সংস্করণে 300-এর শুরুতেই ফিনিক্স সংশোধন হল সংগঠিত।

300 সাধারণ সমাজবিজ্ঞান

301 সমাজতত্ত্ব (প্রায় পরিশূন্য)

302 সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এর বিষয় হল সাধারণ এবং তত্ত্বগত। 'যোগ কর' নির্দেশ এখানে অনুপস্থিত। অর্থাৎ সংখ্যা সম্প্রসারিত হতে পারে মাত্র উপবিভাগ সৃষ্টি করলে।

303 সামাজিক প্রক্রিয়া

304 প্রাকৃতিক বা প্রায়-প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ। এর আওতায় আসে যে বিষয়গুলি তা হল : পরিবেশ বিজ্ঞান ও তার উপর সমাজের প্রভাব ; বংশধারার প্রভাব ; জনসংখ্যার প্রভাব।

305 সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সংগঠন। এর অন্তর্ভুক্ত হল : বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গোষ্ঠী, যেমন, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, জাতি ইত্যাদি।

306 সংস্কৃতি এবং প্রতিষ্ঠানাদি। 'যোগ কর' নির্দেশ এখানে সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত।

308 অনির্ধারিত রয়ে গেছে।

309 সামাজিক অবস্থাদি। অর্থাৎ এখানেই রচিত হয়ে গেছে 900 বর্গের উত্তরণের প্রস্তুতি।

324 হল 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়া'—পুরাতন 'নির্বাচন প্রক্রিয়া'-র ফিনিক্স পরিবর্তন। ইংরেজরা এই পরিবর্তনকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এতে গোটা পদ্ধতিটিই আমেরিকান পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেল এবং প্রতিষ্ঠিত হল যুক্তিগ্রাহ্যতার পাদপীঠতল। 'Add Areas' অর্থাৎ 'যোগ কর অঞ্চল'-এর সাংকেতিক চিহ্ন আছে ছটি জায়গায়।

329 (রাজনৈতিক দল ও অনুরূপ সংগঠন ও প্রক্রিয়া) স্থানান্তরিত হল 324-এর ছায়ায়।

১২.৫.৪ ভাষা

বহু বিষয় সমাবিষ্ট হয়েছে যেসব ক্ষেত্রে সেখানে ডিউই সামঞ্জস্যপূর্ণ সংখ্যা গঠনের উপায় উদ্ভাবন করে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও অনেক সময় ভাসা ভাসা জানার মূলধন নিয়ে তিনি কর্মপথে অগ্রসর হয়েছেন অথচ পৌঁছে গেছেন সাফল্যের তোরণদ্বারে। সফল বর্গের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি সর্বাধিক স্বচ্ছ। যেমন ঘটতে দেখা যায় ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে। ভাষার দুটি দিককে বিশদ করে গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে—এরকম কথাই ডিউই-র 400-র স্বীকৃত। রঙ্গানাথনের একই কথা ভাষার ফ্যাসেটরূপে চিহ্নিত। যেমন—এক, ভাষাতত্ত্ব, দুই, বিশেষ ভাষা। যেমন, ইংরেজি। ডিউই প্রথম 410-এ ভাষার তাত্ত্বিক দিকগুলিকে তালিকাবদ্ধ করলেন। যেমন—

410 ভাষাতত্ত্ব
411 চিহ্ন ও প্রতীক (বর্ণমালা ও ভাবলেখ)
412 শব্দ প্রকরণ
413 বহুভাষিক অভিধান
414 শব্দবিদ্যা
415 ব্যাকরণ
416 ছন্দশাস্ত্র
417 প্রাচীন হস্তলিপি সংক্রান্ত বিজ্ঞান
418 প্রয়োগিক ভাষাবিদ্যা
419 বাচনিক ভাষা (কথা ও লিখিত ভাষা ব্যতিরেকে)

ভাষাসমূহকে স্থান দিলেন 420-499-এ। যেমন,

420 ইংরেজি ও অ্যাংলো সাক্সন ভাষা
430 জার্মান ভাষা
440 ফরাসি ভাষা
450 ইতালীয় ভাষা
460 স্প্যানিশীয় ও পর্তুগীজ ভাষা
470 লাটিন ভাষা

480 গ্রীক ভাষা

490 অন্যান্য ভাষাসমূহ

শেল্‌ফের গ্রন্থবিন্যাসে ক্রম খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ভাষার রচিত গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে উপবিভাগও কল্পিত হল। আর ও ব্যাপারে তাত্ত্বিক দিক হল তাঁর সহায়। 420 হল ইংরেজি। ইংরেজি ব্যাকরণ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ভাষার উপবিভাগ সৃষ্টির কাজে লাগালেন 410-কে। ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য তিনি 415 থেকে 5-কে নিয়ে এসে তৈরি করলেন 425। এই সরল দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়ে যে ব্যাপারটি আভাসিত হল তা কিন্তু বিগত একশো বছরে খুব একটা পাল্টে যায়নি।

১২.৫.৫ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান

500 বর্গটি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় পর্যায়েই সুপ্রযুক্ত। ঐতিহ্যসূত্রে ও বর্গের মধ্যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসটি সর্বদাই লক্ষ্যণীয়। বিষয়টির চিরায়ত সংগঠনের সঙ্গে পরিচয় থাকলে যে-কোনো বিজ্ঞানীই সারণির মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণে সক্ষম হবেন। হয়তো এর বিন্যাসরীতি সম্পর্কে তাঁর কিছু দ্বিমত থাকতে পারে। জীবনবিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ সমালোচকদের উচ্চরব তো শোনাই যাচ্ছে। ডিডিসি-র বিজ্ঞান উনিশ শতকের উত্তরপর্বে মার্কিনী ছাঁচকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ডিউই-র উত্তরসূরীরা এ ছাঁচটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। বহুপদী মেলিপেডের মতো তাঁদের গতিও হয়ে গেছে অতি মন্থর। 570 অর্থাৎ জীব- বিজ্ঞানের সারণির সংশোধন ছিল বহুদিন ধরে প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে সংশোধিত সারণিটি প্রকাশেরই অপেক্ষায় ছিল। একবিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1996-তে। এই সংস্করণ জীবনবিজ্ঞান পূর্ণ পরিমার্জিত।

১২.৫.৬ প্রযুক্তি বিজ্ঞান

সংলেখের সংখ্যাধিক্যে বৃহত্তম বর্গ হল প্রযুক্তি বিজ্ঞান। ডিউই-র বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রকাশিত হবার পর এ যাবৎ যেভাবে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিবৃদ্ধি ঘটেছে তাতেই 600 বর্গীটিই এই সুসমৃদ্ধি। অযৌক্তিক বিন্যাস, বিষয়ের বিমিশ্রতা বা বহুলতার সমস্যা তো 600-এর সর্বজনস্বীকৃত এক বৈশিষ্ট্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয় বহুলতার আভাস মেলে বিভাগগুলির উপস্থাপনায়। যেমন,

600 প্রযুক্তি বিজ্ঞান

610 ভেষজ বিজ্ঞান

620 যন্ত্রবিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত প্রয়োগিক বিজ্ঞান

630 কৃষিবিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত প্রায়োগিক বিজ্ঞান

640 গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

650 ব্যবসা ব্যবস্থাপনা

660 রাসায়নিক ও তৎসম্পর্কিত প্রায়োগিক বিজ্ঞান

670 উৎপাদন শিল্প

680 বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প

690 গৃহনির্মাণ

ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্বর পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় বিশেষজ্ঞরা কতকগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ অসুবিধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই অসুবিধাগুলি বিশেষ করে অনুভূত হয় 720/স্থাপত্যবিদ্যা—624/বাস্তুবিজ্ঞান—690/গৃহনির্মাণ প্রভৃতি উপবিভাগ প্রসঙ্গে। জীবনবিজ্ঞান অর্থাৎ 560, 570, 580 এবং 590 ছাড়া 611 (মানবদেহের গঠন, কোষতত্ত্ব) এবং 612 (শারীরতত্ত্ব)-র ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাবার সবিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 624 (বাস্তুবিজ্ঞান) এবং 690 (গৃহনির্মাণ)-এর মধ্যে বিষয় বিভাজনও দুরূহ। ওদিকে 643-645 (বাসস্থানও ও গৃহের তৈজসপত্রঃ গার্হস্থ্য উপযোগিতা ; গৃহের আসবাবপত্র) এবং 720 বর্গের মধ্যে বারবার সীমান্ত লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য।

১২.৫.৭ শিল্প : চারুশিল্প ও মণ্ডনশিল্প

বিখণ্ডীকরণ ও বিষয়সীমা লঙ্ঘনের ভ্রান্তিতে 700 বর্গটি যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত। সমালোচকের দৃষ্টি অবশ্য শেষ দুটি বিভাগের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত। এই শ্রেণীর বিভাগগুলি নিম্নরূপ :

700 শিল্প : চারুশিল্প ও মণ্ডনশিল্প
710 নকশা ও নৈসর্গদৃশ্যের শিল্প
720 স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
730 প্লাস্টিক শিল্প ও ভাস্কর্য
740 অঙ্কন, মণ্ডন শিল্প ও গৌণ শিল্প
750 চিত্রাঙ্কন ও চিত্রাবলী
760 রৈখিক শিল্প ও মুদ্রণ
770 ফোটোগ্রাফি ও ফোটোচিত্র
780 সঙ্গীত
790 প্রমোদমূলক ও প্রায়োগিক শিল্প

1971 সালে অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই কতকগুলি জীর্ণ সারণির আমূল সংশোধনী সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল এই 700 বর্গটি। কার্যত দেখা গেল, চারুশিল্পের ক্ষেত্রটি অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যাপক। 'সঙ্গীত' বিষয়টির সমস্যা হয়ে উঠল আরো প্রকট। কিন্তু পুরাতন জীর্ণ সারণিই হল জয়যুক্ত। নতুনকে আবাহন করা সম্ভব হল না।

500 ও 600 বর্গের মতো এ বর্গটিরও ঝোঁক সারণিবিন্যস্ত পদ্ধতির দিকে। স্থান-কাল-পাত্র ছাড়া অন্যবিধ ফ্যাসেটের দিকেও এ বর্গটি পা বাড়াল না। অন্য সারণির প্রসঙ্গ উল্লেখের ঘটনাও ঘটল খুব কম। শুধু 1 নম্বর ও 2 নম্বর ছক দুটি প্রয়োগের নিয়মন প্রচেষ্টা দেখা গেল।

780 বিভাগটির বিধ্বংসী সংশোধনী প্রচেষ্টা (ফিনিক্স সারণি) এবং পরবর্তীকালে বিকল্প বর্গীকরণ হিসেবে প্রকাশনার স্বীকৃতিলাভ ডিডিসি-র ঊনবিংশ সংস্করণের সবচেয়ে বড়ো সংঘটন। চারুশিল্প হয়ে রইল এখানে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অবশেষে বিংশ সংস্করণে 780 বিভাগটির সম্পূর্ণ পরিমার্জন করা হয়েছে।

১২.৫.৮ সাহিত্য

বিষয় এখানে গৌণ। সাহিত্যের মুখ্য ফ্যাসেট তিনটি : ভাষা, রূপবন্ধ এবং কাল। 800 শ্রেণির বিভাগগুলি অর্থাৎ 810-890 বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকেই বুঝায়। বিষয় হিসেবে সাহিত্যের উপবিভাগগুলি পাওয়া যাবে 800-809-এ। যেমন—

801 সাহিত্যের দর্শন ও তত্ত্ব
802 সাহিত্যের বিবিধ রচনা
803 অভিধান, জ্ঞানকোষ
804 (বর্তমানে ব্যবহৃত নয়)
805 ধারাবাহিক প্রকাশনা
806 সংগঠন
807 পাঠ ও পাঠদান
808 অলংকারশাস্ত্র এবং সংকলন
809 ইতিহাস, বর্ণনা, একাধিক সাহিত্যের মূল্যায়ন

যাঁরা ডিউই-র সারণি ব্যবহার করেন তাঁরা 800 অর্থাৎ সাহিত্য থেকে 400 বা ভাষাকে পৃথক করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু ডিডিসি ভাষাকে সংযোগরক্ষাকারী বিজ্ঞানের পর্যায়ে অভিষিক্ত করল। ভাষাবর্গ হয়ে দাঁড়াল সমাজবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে মধ্যবর্তী এক অপরূপ সেতুবন্ধ। অনেকের মতে এই সেতুবন্ধ কিন্তু যুক্তিবিরহিত নয়। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে যতটা মাথা ঘামায় সাহিত্যের ধার তেমন ধারে না। সাহিত্যিকরাও প্রকৃতপক্ষে ভাষাতত্ত্বের বিশুদ্ধ তত্ত্ব নিয়ে আদৌ ব্যস্ত নন। তাঁদের উদ্দেশ্য সমাজদর্শন, সৌন্দর্যের অনুধ্যান ও সুরভিত প্রকাশ। আমাদের উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য যে যুক্তির অবতারণা করা হয় তা নিতান্তই তাত্ত্বিক। 400 ও 800 বর্গদ্বয় বহিরঙ্গ বিচারে সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু গঠনতত্ত্বের দিক থেকে পুরাতন এক বন্ধনকে স্বীকার করতেই হয়। দুই বর্গেই রয়েছে সংক্ষিপ্ত সারণি। দুই-ই সহায়ক ছকের উপর নির্ভরশীল (অনেক ক্ষেত্রে একই ছক ব্যবহৃত), দুইই ক্রমপর্যায়ী ভাষাপরিবারের বিন্যাসকে স্বীকার করে ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাবর্গ উভয়তই গুরুত্ব পায়।

বিভিন্ন লেখকের লেখা গ্রন্থ এবং লেখক বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্য বর্গটির মধ্যে বিক্ষিপ্ততার সমস্যা সৃষ্টি করেছে। একটা মূলনীতি অবশ্য বিক্ষিপ্ততার মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছে। লেখককে সেখানে কালপর্ব এবং রূপমাধ্যমের বন্ধনে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। 3 নম্বর ছকে আট নম্বর ফ্যাসটটি নির্ধারিত হয়েছে বিবিধ রচনাবলীর জন্য।

১২.৫.৯ সাধারণ ভূগোল ও ইতিহাস

এটি ডিউই-র শেষ শ্রেণী। এই শ্রেণীর বিভাগগুলি নিম্নরূপ :

900 ভূগোল ও ইতিহাস
910 ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনী
920 জীবনী ও কুলপঞ্জী

930 প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাস

940 ইউরোপীয় ইতিহাস

950 এশিয়ার ইতিহাস

960 আফ্রিকার ইতিহাস

970 উত্তর আমেরিকার ইতিহাস

980 দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস

990 অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাস

দশটি বিভাগের মধ্যে সাতটিই অর্থাৎ 930-990 বিশেষ বিশেষ স্থানের রাজনৈতিক ইতিহাসকে সূচিত করে। ভূগোলের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুণ্ণ। ইতিহাসের অধীনস্থ হয়ে ভূগোল এখানে বন্দী। 910 বিভাগটির দিকে তাকালেই এই বন্দীত্ব সম্যক অনুধাবিত হবে। আর এখানে প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসকেও পৃথক করে ফেলা হয়েছে। 900-র উপবিভাগটির বিষয় নির্দেশ করতে গেলে নিম্নলিখিত ছকটি অনুধাবনযোগ্য:

901 সাধারণ ইতিহাসের তত্ত্ব ও দর্শন

902 সাধারণ ইতিহাসের বিবিধ প্রসঙ্গ

903 ইতিহাসের অভিধান, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

904 নির্দিষ্ট ঘটনা বিবরণীর সংকলন

905 সাধারণ ইতিহাসের ক্রমিক প্রকাশনা

906 সাধারণ ইতিহাসের সংগঠনসমূহ

907 সাধারণ ইতিহাসের আলোচনা ও শিক্ষণ

908 অধুনা অপ্রচলিত

909 সাধারণ বিশ্বইতিহাস

এখানে লক্ষ্যণীয় 901, 903, 905 এবং 907। এই উপবিভাগগুলি 1 নম্বর ছকের (Auxiliary Table) থেকে গৃহীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভ্রান্তিবশত 309 অর্থাৎ সামাজিক অবস্থাদি 900 বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অথচ সারণি মধ্যে এ মর্মে স্পষ্ট কোনো নির্দেশও দেওয়া হয়নি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকেও সাধারণ ইতিহাসের বর্গে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সামাজিক অবস্থাদির জন্য আগে নির্দিষ্ট ছিল 309.1 । রাজনৈতিক ইতিহাস আগে ছিল 320.9-এর অংশবিশেষ ; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (স্থাপত্যবিদ্যাসহ, ভ্রমণ বাদে) আগে ছিল 910 এবং 913-19, কিন্তু সাম্প্রতিক সংস্করণে 909 এবং 930-90-এর ছত্রছায়াতলে সমবেত করা হয়েছে। এখানে 910 উপবিভাগগুলি বিশদ করা যেতে পারে :

910 সাধারণ ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনী

911 ঐতিহাসিক ভূগোল

912 ভূপৃষ্ঠ ও অতিজাগতিক বিশ্বের রৈখিক উপস্থাপনা

913-919 নির্দিষ্ট কোনো মহাদেশ, দেশ, অঞ্চল বা অতিজাগতিক বিশ্বের ভূগোল আত্মজীবনী, দিনলিপি, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র ইত্যাদিকে 920 বর্গের অন্তর্ভুক্ত করায় সমস্যা হয়ে উঠেছে জটিলতর। বিষয় নিরপেক্ষ জীবনীর

জন্য 920.7 -এ নির্দিষ্ট হল। গ্রন্থাগারিক এখন যে-কোনো পুরুষের জীবনীকে 920.7 এবং নারীর জীবনকে 920.72 বর্গে বিন্যস্ত করতে পারেন। 921 থেকে 928 হয়ে রইল ঐচ্ছিক। বিষয় নিরপেক্ষ নয় এরূপ ব্যক্তির জীবনীর জন্য 1 নম্বর সহায়িকা ছক থেকে নিয়ে আসা হল 092-কে। যেমন, রাসায়নিকের জীবনী 540.92 কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জীবনীকে নিয়ে আসা হল 92 বা B-তে, জীবনী সংকলনকে স্থান দেওয়া হল 92 কিংবা অবিভক্ত 920-তে।

ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছু স্মৃতিসহায়ক বৈশিষ্ট্যের সংস্থান আছে। একটা ভাব বুঝাতে গিয়ে সারণি জুড়ে একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তিতে তা হয়ে গেছে স্মৃতির পক্ষে সহায়ক। যেমন— 920 থেকে 929-এর প্রত্যেক উপবিভাগের অন্তরাশিটি মুখ্য শ্রেণীর কোনো-না-কোনোটার সূচক। যেমন,

*921	দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানী
*922	ধর্মীয় নেতা, চিন্তাবিদ
*923	সমাজতত্ত্ববিদ
*924	ভাষাবিদ
*925	বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি।
এখানে	2-200 ধর্ম, 4-400 ভাষা ইত্যাদি।

ইতিহাস বিভাগগুলির দৃষ্টান্তটি স্মরণ করা যেতে পারে। 930-990-এর মধ্যে তৃতীয় রাশিটি অন্যান্য মুখ্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত এখানে সেই অর্থই অটুট থাকছে।

যেমন,	942	ইংল্যান্ডের ইতিহাস
	420	ইংরেজি ভাষা
	820	ইংরেজি সাহিত্য
আবার,	990	পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস
	490	অন্যান্য ভাষাসমূহ
	890	অন্যান্য ভাষাসমূহের সাহিত্য

ইতিহাসের সংখ্যা গঠনের সময় উপসর্গ হিসেবে 9 আর ভূগোলের জন্য 91 কাজে লাগানো হয়। 2 নম্বর ছক থেকে অর্থাৎ স্থানিক সাংকেতিক চিহ্নের সঙ্গে এই উপসর্গ ব্যবহার করতে হবে।

১২.৬ সাংকেতিক চিহ্ন

ডিডিসি-র সাংকেতিক চিহ্ন অমিশ্র এবং ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা দ্বারাই সীমাবদ্ধ। গ্রন্থাগার বর্গীকরণের সময় সাংকেতিক চিহ্নের সংখ্যা হবে অন্তত তিনটি এবং প্রয়োজন মতো তৃতীয় অঙ্কের পরে একটি বিন্দু বসিয়ে সংখ্যাটি সম্প্রসারিত করা যাবে। যেমন, 574.5 পরিবেশের প্রকার এবং নির্দিষ্ট সম্পর্কাবলী।

১২.৬.১ ক্রমপর্যায়ী গঠন (Hierarchical Structure)

ডিডিসি-র সাংকেতিক চিহ্নের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল ক্রমপর্যায়ী গঠন। বর্গীকরণ এই ক্রমটিকে বজায় রাখা অপরিহার্য বলে ডিউই-র মনে হয়েছিল। জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্কটিকে ও তার উপবিভাগগুলিকে

বিশদ করাই সাংকেতিক চিহ্নের ধর্ম। নিম্নলিখিত উদাহরণটির সাহায্যে সাংকেতিক চিহ্নের ও বর্গীকরণের ক্রমপর্যায়ী গঠন বিশদ করা যেতে পারে।

500 বিশুদ্ধ জ্ঞান
510 গণিত
516 জ্যামিতি
516.3 বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি
516.37 মেট্রিক ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতি
516.372 ইউক্লিডিও

জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমপর্যায়ী সংগঠনটি এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

574 জীববিজ্ঞান
.5 পরিবেশ বিজ্ঞান
.52 পরিবেশের প্রকার এবং নির্দিষ্ট সম্পর্কাবলী
.526 পরিবেশের নির্দিষ্ট প্রকার
.5263 জলীয় পরিবেশ
.52632 নির্মল জল

১২.৬.২ স্মৃতিসহায়ক (Mnemonics)

পুনরাবর্তিত বিষয়ের জন্য ডিউই প্রায়শই একটি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে গেছেন। যেমন, 5 দিয়ে বোঝান হয় ইতালীকে। ইতালি সম্পর্কিত বিষয়ান্তরে 5 পুনরায় আবর্তিত হয়ে ফিরে আসে। যেমন,

ইতালীর ইতিহাস	945
ইতালীর বর্ণনা	914.5
ইতালীর ভাষা	450
ইতালীর ভূতত্ত্ব	554.5
ইতালীর দর্শন	195
ইতালীর ভাষার একটি সংবাদপত্র	075

সাহিত্যে 1 বলতে কবিতাকে বোঝানো হয়। সেই হেতু

আমেরিকান কবিতা	811
ইংরেজি কবিতা	821
ইতালীয় কবিতা	851

এই কৌশল অবলম্বিত হলে পাঠকের পক্ষে নম্বরগুলো মনে রাখা সহজ হয়। অধিকন্তু এর দ্বারা পদ্ধতিটির তালিকাবিন্যস্ত (Enumerative) বৈশিষ্ট্যের উত্তরণ ঘটে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণাত্মক (Analytico-synthetic) পদ্ধতিতে।

ভাষা ও সাহিত্যের বর্গেও স্মৃতিসহায়ক সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

স্মৃতিসহায়ক সংখ্যা	ভাষা	সাহিত্য
2 ইংরেজি	420	820
3 জার্মান	430	830
4 ফরাসি	440	840
5 ইতালীয়	450	850
6 স্প্যানীশীয়	460	860
7 ল্যাটিন	470	870
8 গ্রীক	480	880
9 অন্যান্য	490	890

১২.৭ সহায়িকা ছক (Auxiliary Table)

ডিউই-র বর্গীকরণ সারণির সাতটি সহায়িকা ছক যেন মূলের সাত ভগিনী। সাম্প্রতিক সংস্করণে তাঁরা বেশ সুসজ্জিত। রূপগত বিভাগ বা Form Divisions হল বর্তমান 1 নম্বর ছকের এক পূর্বপুরুষ। প্রথম সংস্করণ থেকেই সে ছিল। তবে তখন সে ছিল অদীক্ষিত। বহিরঙ্গ রূপ প্রকাশেই সে সীমাবদ্ধ। এখন সে অন্তরঙ্গ রূপেরও দিশারী। অনন্য ছকগুলি হঠাৎ এসেছে আবার হঠাৎ-ই শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। ডিউই-র দ্বিতীয় সংস্করণে (1885) এরকম তিনটি ছক সংযুক্ত হয়েছিল। তার মধ্যে একটির নাম হল ভৌগোলিক বিভাগ। কিন্তু এ নিতান্তই এক বিষ ? তালিকা যা অঞ্চল দ্বারা উপবিভক্ত। আরও দুটি ছকে ছিল বর্গসংখ্যার বিভিন্ন প্যাটার্নের তালিকা এবং বিভিন্ন ভাষার বিষয় বিভাগের তালিকা। ডিউই-র ত্রয়োদশ সংস্করণে (1932) পঞ্চম একটি ছক এল। সেখানে 800 বর্গের সাহিত্যকে উপবিভাগে ভাগ করার আয়োজন করা হল। তবে পঞ্চদশ সংস্করণে এসে এ সমস্ত ছকগুলিকে জানানো হয়েছে বিদায়। শুধু ভূমিকার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে এদের স্মৃতিটুকু ধরে রাখা হল। যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থের রূপবন্ধ ও ভাষারীতির প্রসঙ্গ হয়ে পড়ল জরুরী সেখানে উপবিভাগের এক পদ্ধতির সুমিত উল্লেখে প্রিয় ও পুরাতন ভগিনীদের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে।

ষষ্ঠদশ সংস্করণে এসে ডিউই-র রূপগত বিভাগ আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। বর্তমান সংস্করণের 1 নম্বর ছকের সদৃশ একটি স্বতন্ত্র তালিকায় এটি বিন্যস্ত হল। পুরাতন ভৌগোলিক ছকও ফিরে এল। সপ্তদশ সংস্করণে রূপগত বিভাগ বা ফর্ম ডিভিশনস অভিহিত হল নতুন নামে 'স্ট্যান্ডার্ড সাবডিভিশনস'। ভৌগোলিক ছক নামান্তরিত হল স্থানিক ছক হিসেবে বা 'Area Tables'-এ। অষ্টাদশ সংস্করণে সপ্তরথীর মতো সপ্তভগিনী পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। ঊনবিংশ সংস্করণে অষ্টাদশই পুরোপুরি বজায় রইল। শুধু এল সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

গোড়ার দিকে জিউই-র সারণিতে সমস্ত বিষয়গুলি বিন্যস্ত থাকত। সংশ্লেষণের রীতি আসে অনেক পরে। সহায়িকা ছকগুলিতেই মূলত সংশ্লেষণের নীতি অনুসৃত।

১২.৭.১ ছক নম্বর ১

কোনো বিষয়ের উপস্থাপনার রূপ, দিক ও দৃষ্টিকোণ ইত্যাদির ধারণাগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। যেমন,

—01	দর্শন ও তত্ত্ব
—02	বিবিধ
—03	অভিধান, জ্ঞানকোষ, শব্দকোষ
—04	বিশেষ কোনো ধারণার সাধারণ প্রযোজ্যতা
—05	ধারাবাহিক প্রকাশনা
—06	সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
—07	পাঠ ও পাঠদান
—08	গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিষয়ের বর্ণনা ও ইতিহাস
—09	ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ব্যবহার

ডিভিসি-র ঊনবিংশ সংস্করণে 1 নম্বর ছকের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে একটি উল্লেখক্রম। যেখানে 1 নম্বর ছক থেকে দুই বা ততোধিক উপবিভাগ সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, অথচ অন্য কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ সারণিতে দেওয়া থাকে না, সেখানে পূর্ববর্তিতার ছক (Table of Precedence for Table) অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যেমন, বিষয়রীতির উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট হল —028 (–022 নয়)।

১২.৭.২ ছক নম্বর ২

এই ছকটি স্থান নির্দেশক। যেমন—

—1	অঞ্চল, দেশ, স্থান
—2	স্থান নির্বিশেষে ব্যক্তি
—3	প্রাচীন জগৎ
—4	য়ুরোপ : পশ্চিম ইউরোপ
—5	এশিয়া : প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য
—6	আফ্রিকা
—7	উত্তর আমেরিকা
—8	দক্ষিণ আমেরিকা
—9	পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল ও অতিজাগতিক বিশ্ব, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

১২.৭.৩ ছক নম্বর ৩

এই ছকটি হল পৃথক পৃথক সাহিত্যগত উপবিভাগসমূহ (Subdivisions of Individual Literatures)। এই একক দ্বারা গ্রীক ও লাটিন ব্যতীত সকল সাহিত্যের 8টি বিশেষ রূপবন্ধকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

—1 কবিতা

—2 নাটক

—3 গল্প-উপন্যাস

—4 নিবন্ধ

—5 বক্তৃতা

—6 পত্র

—7 হাস্য-কৌতুক

—8 বিবিধ

3 নম্বর ছক অনুযায়ী ইংরেজি কবিতা 821, স্প্যানিশ কবিতা 861।

3 নম্বর ছকে বিভিন্ন রূপবন্ধ বা ফর্ম অনুযায়ী সাহিত্যের উপবিভাগ কল্পিত হয়েছে। বিশেষ ধরনের রূপবন্ধ অনুযায়ীও এদের মধ্যে আরও সব উপবিভাগ কল্পিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ডিডিসি (19 সংস্করণ)-ক প্রথম খণ্ডের 391 পৃষ্ঠায় 3 নম্বর ছকে বিশেষ বিশেষ ধরনের কবিতা হিসেবে যেসব উপবিভাগ কল্পিত হয়েছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য :

—102 নাট্যকাব্য

—103 মহাকাব্য

—104 গীতিকবিতা বা গাথা

—105 নীতি কবিতা

—106 বর্ণনামূলক কবিতা

—107 কৌতুক রসাত্মক কবিতা

—108 লঘু এবং সাময়িক কবিতা

অতএব, ইংরেজি গীতিকবিতা 821.04

আরবীয় কবিতা 892.7104

স্প্যানিশ গীতিকবিতা 861.04

১২.৭.৪ ছক নম্বর ৪

এই ছকটি পৃথক পৃথক ভাষা উপবিভাগগুলি (Subdivisions of Individual Languages) নির্দেশ করে যেমন—

—1 ভাষার লেখ্য ও কথ্যরূপ

—2 শব্দপ্রকরণ

—3 অভিধান

—5 ভাষার রূপতত্ত্ব (ব্যাকরণ)

—7 ভাষার ভদ্রতর রূপ

—8 ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ

১২.৭.৫ ছক নম্বর ৫

এই ছকটি জাতিগত, বর্ণগত বা দেশগত উপবিভাগকে (Racial, ethnic, national groups) নির্দেশ করে যেমন—

—1 উত্তর আমেরিকার অধিবাসী

—2 অ্যাংলো স্যাক্সন, ব্রিটিশ, ইংরেজ

—3 দীর্ঘদেহ ও গৌরবর্ণ মানবজাতি বিশেষ

—4 আধুনিক লাটিন

—5 ইতালি ও রোমের অধিবাসী

—6 স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ

—7 প্রাচীন ইতালীয় জনগোষ্ঠী

—8 গ্রীক ও সম্পর্কিত গোষ্ঠী

—9 অন্যান্য জাতিগত বর্ণগত বা দেশগত গোষ্ঠী

১২.৭.৬ ছক নম্বর ৬

এই ছক অনুযায়ী সাহিত্যকে ভাষা (Language) অনুসারে চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

—1 ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ

—2 ইংরেজি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন

—3 জার্মান ভাষা

—4 কথ্য লাটিন ভাষা হইতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার গোষ্ঠী নাম (রোমান্‌শ ভাষা), ফরাসি

—5 ইতালি, রোমানিয়ান ভাষা

—6 স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষা

—7 প্রাচীন ইতালীয় ভাষা

—8 গ্রীক ভাষা

—9 অন্যান্য ভাষাসমূহ

১২.৭.৭ ছক নম্বর ৭

এই ছকে আছে নির্বিশেষভাবে ব্যক্তিবৃন্ত (Persons)। যেমন,

—01 ব্যক্তিবিশেষ

—02 জনগোষ্ঠী

—03 জাতি, বর্ণ ও দেশগত পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি

—04 লিঙ্গ ও আত্মীয়তার বৈশিষ্ট্যসূত্রে ব্যক্তি

—05 বয়সের ভিত্তিতে ব্যক্তি

—06 সমাজ ও আর্থ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি

—07

—08 দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যক্তি

—09 সাধারণ ও শিক্ষানবিশ

আর আছে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তাই ব্যক্তি হিসেবে বিষয়কে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন,

— 1 দার্শনিক

—2 ধর্মবেত্তা

—3 সমাজতত্ত্ববিদ

—4 ভাষাতত্ত্ববিদ

—5 বিজ্ঞানবিদ

—6 প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদ

—7 শিল্পবিদ

—8 সাহিত্যিক

—9 ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ

এই সহায়িকা ছকগুলির সাহায্যেই ডিডিসি-র সাংকেতিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষণী চেতনা সমৃদ্ধতর হয়েছে।

১২.৮ পুনর্বিন্যাস (Relocation)

বর্গীকরণ সারণির প্রত্যেক সংস্করণেই বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়কে স্থানান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ বর্গীকরণ সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। একেই বলে পুনর্বিন্যাস। পুর্নবিন্যাস করার কতকগুলি কারণ অবশ্যই থাকে। কতকগুলি কারণের উল্লেখ নিম্নে করা হল। এর একটিরও যদি নিদর্শন মেলে তা হলেই সারণির মধ্যে বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ঘটে।

(এক) অনেকসময় ভ্রান্ত বিন্যাসকে সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ যার যেখানে স্থান সেই সঠিক স্থানে তাকে সংস্থিত হয়। যেমন, ইদ্দিশ ভাষা ও সাহিত্যকে আগে বিন্যস্ত করা হয়েছিল 492.92 এবং 892.49 সংখ্যার আওতায় হিব্রু ভাষা ও সাহিত্যের একটি উপবিভাগ হিসেবে। ডিউই-র অষ্টাদশ সংস্করণে এদের জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম উপবিভাগ হিসেবে নতুন করে বিন্যস্ত করা হল 437.947 এবং 839.09-এ।

(দুই) দ্বৈত ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য বিষয়ের পুনর্বিন্যাস করা হয়। যখন দুটি বা তিনটি সংখ্যা একই বিষয়ের নির্দেশক হয়ে পড়ে বা গিয়ে পড়ে সম্প্রসারিত অর্থ-পরিধির মধ্যে তখন তাকেও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। যেমন, 'নিরাপত্তা বিনিময়' (আগে ছিল 332.61) ও 'সংগঠিত বিনিময়ের উপর নিরাপত্তা বিনিময়' (আগে ছিল 332.642)। কিন্তু অষ্টাদশ সংস্করণে দুইকে মিলিয়ে করা হল এক। বিষয়ের নাম হল 'নিরাপত্তার বিনিময়'। এর জনসংখ্যা নির্দিষ্ট হল 332.642।

(তিন) কোথাও স্থান সংকুলান না হলে নতুন বিষয়ের জন্য স্থান করে দেওয়ার জন্য পুনর্বিন্যাস করা হয়। যেমন, অষ্টাদশ সংস্করণে আন্টার্টিকাকে স্থানবাচক সাংকেতিক চিহ্নের অর্থাৎ –99 থেকে –989-এ সরিয়ে দেওয়া হল। 99-কে নির্দিষ্ট করা হল অতিজাগতিক বিশ্বের জন্য। পুনর্বিন্যাসের ফলে কোনো স্থান যদি শূন্য হয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তী সংস্করণ পর্যন্ত তাকে শূন্যতার বেদনাই ভোগ করতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রয়োজন বেশি অনুভূত হওয়ায় ওই 'উপবাসনীতি'কে অতিক্রম করে অতিজাগতিক বিশ্বের জন্য সত্বর একটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

(চার) জ্ঞানরাজ্যের নবতর দিগন্ত উন্মোচিত হলেও পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে নতুন বিষয়টিকে প্রচলিত কোনো বিষয়ের অধীন উপবিভাগ হিসেবে গণ্য করা হল তা হয়তো অন্যত্র আরও যথাযথ রূপে বিন্যস্ত হতে পারে। যেমন, নভশ্চারগণবিদ্যাকে প্রথমে রাখা হয়েছিল 629.1388-এ বিমানচালনার উপবিভাগ হিসেবে। কিন্তু পরে একে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ভিন্নতর শাখা হিসেবে সংন্যস্ত করা হয় 629.4 সংখ্যার আওতায়।

১২.৯ পরিমার্জন (Revision)

ডিউই-র বর্গীকরণ সারণির পরিমার্জনের দায়িত্ব এর সম্পাদকের। সম্পাদকীয় দপ্তরটি ঊনবিংশ সংস্করণ পর্যন্ত লাইব্রেরি কংগ্রেসরই প্রসেসিং বিভাগের একাংশ। প্রকাশক হল ফরেস্ট প্রেস। পরের সংস্করণগুলির জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরটি ও.সি.এল.সি.-তে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে 78 বছর অন্তর ডিডিসি-র পরিমার্জন ঘটে। এই সুদীর্ঘ সময় জুড়ে চলে সারণির পুনর্বীক্ষণ ও পুনর্মার্জন।

১২.৯.১ পরিমার্জনের প্রকারভেদ

পরিমার্জনের কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। পরিমার্জন মোটামুটি তিন প্রকার। সম্প্রসারণ : প্রথমেই সম্প্রসারণের পথ। এই পদ্ধতির সাহায্যে নতুন বিষয়কে সারণির মধ্যে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত যেমন করা হয় তেমনি উপবিভাগসমূহের মধ্যে সূক্ষ্মতর সুনির্দিষ্টতা ও যথাযথতা সঞ্চার করবার চেষ্টা দেখা যায়। ডিডিসি-র সাংখ্য সাংকেতিক চিহ্নের এমনই প্রকৃতি যে, এরা নবাগত বিষয়কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় বসাতে পারে না, উপবিভাগের মধ্যেই মাত্র করতে পারে বিন্যস্ত। যেহেতু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের উদ্ভব জ্ঞানরাজ্যের এক বিরল সংগঠন সেহেতু ডিডিসি-র পদ্ধতির যৌক্তিকতা স্বীকার করতেই হয়।

সংকোচন : যে সমস্ত উপবিভাগের ব্যবহার বিরল সেগুলিকে প্রায়শই বর্জন করা হয়। বিকল্প হিসেবে কখনও কখনও উপবিষয়গুলিকে ব্যাপকতর কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পুনরুজ্জীবিত সারণি : পরিমার্জনের চূড়ান্ত এক দৃষ্টান্ত মেলে জীর্ণ কোনো সারণির মধ্যে নবতর প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করাতে। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ একটি বিষয়-সারণিকেও পরিমার্জিত করা হয়। পূর্বতন সংস্করণের

বিভাগসমূহকে খুব একটা মূল্য না দিয়েই অনেক সময় এক ব্যাপক পরিমার্জন সম্পন্ন করা হয়। সাম্প্রতিক সংস্করণগুলিতে যেসব বিষয় সারিণর মধ্যে পুনরুজ্জীবনের এই সঞ্জীবনী মন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

1. ষোড়শ সংস্করণে 546 অজৈব রসায়ন ও 547 জৈব রসায়ন

2. সপ্তদশ সংস্করণে 130 প্রচ্ছন্ন মনোবিজ্ঞান, পরামনোবিজ্ঞান, গুহ্যবিদ্যা এবং 150 মনোবিজ্ঞান

3. অষ্টাদশ সংস্করণে 340 আইন এবং 510 গণিত

4. ঊনবিংশ সংস্করণে 301-307 সমাজতত্ত্ব, 324 রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, –41 এবং –42 গ্রেট ব্রিটেনের স্থানিক সাংকেতিক চিহ্ন।

5. বিংশ সংস্করণে 780 সংগীত 004-006 ডাটা প্রসেসিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সম্বন্ধ বিষয়সমূহ, 350-354 সমাজবিজ্ঞানে সামান্য পরিবর্তন।

6. একবিংশ সংস্করণে 350-354 লোক প্রশাসন 370 শিক্ষা ও 560-590 জীবনবিজ্ঞান।

১২.১০ সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা (Relative Index)

ডিডিসি-র সারণি মধ্যে নির্দেশিকার ভূমিকা আদৌ অকিঞ্চিৎকর নয়। পঞ্চদশ সংস্করণ ব্যতীত অন্যান্য সংস্করণে নির্দেশিকার গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত তেমনি সমাদৃতও। যদিও কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। সপ্তদশ সংস্করণে সঠিক বর্গীকরণের সহায়ক হবে বলে ইনডেক্সের সংলেখ-সংখ্যাকে যথেষ্টই সীমিত রাখার চেষ্টা হয়েছে। বহু গৌণ বিষয়কেই সরাসরি ইনডেক্সের অন্তর্গত করা হয়নি, তাদের স্থান হয়েছে ব্যাপকতর শিরোনামের আওতায়। সংশ্লেষণী চেতনার বৃদ্ধি হওয়াতেই ধরতে গেলে এরকমটি ঘটেছে। কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী হয়তো এই কথাই বোঝাতে চান যে সমস্ত বিষয়ই নির্দেশিকার বিন্যস্ত করা সম্ভব নয়—বরং মিশ্র বিষয়ের জন্য মূল সারণি পর্যালোচনাই বেশি সহায়ক। সপ্তদশ সংস্করণের ইনডেক্স সমালোচিত হয়েছিল তীব্রভাবে। ফলে সম্পাদকমণ্ডলী সেই পুরাতন ষোড়শ সংস্করণের উপর আবার ভিত্তি করলেন, পরিবর্ধন বা পদ ব্যবহারে হলেন সমধিক সতর্ক। 1967 সালের সপ্তদশ সংস্করণের সমস্ত ক্রেতাকেই নতুন সংশোধিত সংস্করণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

অষ্টাদশ সংস্করণে নির্দেশিকার পরিবর্তনে সম্পাদকবর্গ হয়ে পড়লেন আরও সতর্ক। ক্রস-রেফারেন্সের অজস্র ধারায় বর্গাকারের পক্ষে যে-কোনো বিষয় খুঁজে পাওয়া হয়ে গেল অনেক সহজ। তবে 'দেখুন' প্রসঙ্গের আতিশয্য মাঝে মাঝে এমন প্রকট যে, তাতে যে-কোনো বর্গকারই বিরক্তি বোধ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ 'The law of children'-এর কথা ধরা যেতে পারে। 'Child, 'children' এবং 'children's' এই তিনটি সংলেখেরই উল্লেখ আছে নির্দেশিকায়। ফলে বর্গকারকে তিনটি জায়গায় দেখবার শ্রম স্বীকার করতে হয় অনিবার্যভাবেই। বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায় যখন দেখি 'Law' শব্দটির দ্বারা এদের কোনোটিই বিশেষায়িত হল না। বরং পাওয়া গেল প্রসঙ্গান্তরে গমনের নির্দেশ। যেমন বলা হল 'other aspects see young people'। নির্দেশিকায় কিছু ভ্রান্তিও ঘটে গেছে। যেমন, 'Social welfare' নির্দেশিত হয়ে গেল 360-এ। অথচ 360 বর্গে রয়েছে আরও দুটি বিষয় : Social Pathology এবং Social Service and Associations। Law Library-কে নির্দেশিকায় চিহ্নিত করা হল 026.3 দ্বারা, অথচ এটির প্রকৃত সাংকেতিক চিহ্ন হওয়া উচিত 026.4। ফলশ্রুতিতে নির্দেশিকাটি হয়ে দাঁড়াল সংশয়ের স্থল এবং তার ব্যবহারেও বাড়ল জটিলতা।

১২.১১ ঊনবিংশ সংস্করণ : ব্যবহারিক প্রয়োগ

কোনো গ্রন্থের বর্গীকরণ করতে হলে বর্গকারকে প্রথমেই জানতে হবে গ্রন্থের বিষয়কে। এটির অনুধাবন সর্বদা ও সর্বথা সহজ হয়ে ওঠে না। কখনও নামকরণ গ্রন্থের বিষয়-নির্দেশক হয়ে ওঠে, কখনও হয়ে দাঁড়ায় বিভ্রান্তির জনক। ফলে আরও কিছুটা গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান কর্তব্য। প্রায়শই গ্রন্থের সূচিপত্র বিষয়-নির্দেশক হিসেবে অমোঘ ও অব্যর্থ। সূচিপত্র ছাড়াও পরিচ্ছেদ-শিরোনাম বা পরিচ্ছেদের অন্তর্গত উপ-শিরোনাম, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদিও গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে। অবশ্য গ্রন্থকারের মুখবন্ধ ও প্রচ্ছদের পশ্চাতে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচায়িকাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উল্লিখিত সূত্রানুসন্ধানেও যদি ব্যর্থ হতে হয় তা হলে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। গ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি হয় জটিল কিংবা গ্রন্থাগারিকের কাছে অপরিচিত তা হলেও নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। বিষয়-নির্দেশী গ্রন্থপঞ্জি, ক্যাটালগ, চরিতাভিধান, জ্ঞানকোষ পর্যালোচনা—এ সবই তখন অন্ধজনে দেখায় আলো। আর শেষ উপায় হিসেবে রয়ে গেছেন নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা।

১২.১১.১ সাধারণ নির্দেশাবলী

প্রথমেই বিষয় অনুযায়ী বর্গবন্ধ করতে হবে। তারপর রূপবন্ধ পা ফর্ম। সাধারণী এবং সাহিত্যবর্গে রূপচিন্তারই সমধিক প্রাধান্য। এই নীতি অনুসরণে বর্গীকরণ করতে গেলে 'দর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থখানিকে ইতিহাস বর্গের মধ্যে ফেললে চলবে না, দর্শনের আওতায় এনে বর্গীকরণ করাই হবে সঠিক পথের অনুসরণ।

কোনো গ্রন্থকে বর্গবন্ধ করার সময় বিবেচনা করতে হবে কোনো বর্গে বিন্যস্ত হলে সে হয়ে উঠবে সবচেয়ে বেশি কাজের। বর্গকারকে গ্রন্থের স্বরূপ প্রকৃতি ও পাঠকের প্রয়োজন অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে। বর্গীকরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল : বর্গীকরণের জন্য যে বৈশিষ্ট্য গৃহীত হবে তা পদ্ধতিটির উদ্দেশ্যের পক্ষে যেন উপযোগী হয়। বলা বাহুল্য, যে-কোনো বর্গীকরণ পদ্ধতিই প্রণীত হয় ব্যবহারকারীদের সুবিধের দিকে লক্ষ রেখে। দ্বিতীয় নীতিটি এই মূলনীতিরই একটি অংশমাত্র। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে : গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী এবং তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে সম্বন্ধ কীভাবে নির্ণীত হবে ? একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারের বৃত্তি-কুশল পাঠকের সঙ্গে জনগ্রন্থাগারের পাঠকের পার্থক্য অনস্বীকার্য। কাজেই দুই ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পার্থক্য স্বীকার করে নিতেই হবে।

কোনো রূপ-পরিচ্ছেদে বইয়ের বিষয় পরিবেশিত ? এই আলোচনায় পদ্ধতিই বা কেমন ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি'কে দুই পদ্ধতির যে-কোনো একটি অনুসরণ করেই বর্গবন্ধ করা যায়। লাইব্রেরিতে আছে এরকম সম্পর্কিত বিষয়ের বর্গে বিন্যস্ত করলে তা পাঠকের কাছে হয়ে উঠবে অনেক উপযোগী। কিন্তু ডিডিসি-র নির্দেশ অনুযায়ী পছন্দমতো গ্রন্থপঞ্জির স্বতন্ত্র বিভাগে বিন্যস্ত করা হয় তা হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন গ্রন্থাগারিক নিজে। সেখানেও আবার উপবিভাগ যেমন, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি, লেখকভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি, ইত্যাদি। গ্রন্থপঞ্জির সঙ্গে কোনো কিছু মিলিয়ে দেখবার দরকার হলে বা বই অর্ডার দেবার সময় কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে বা অনুরূপ ফর্মের জন্য এই পন্থাই গ্রন্থাগারিকের পক্ষে বেশি সুবিধেজনক।

গ্রন্থকে সুনির্দিষ্ট বিষয়-বিভাগের মধ্যে বিন্যস্ত করাই শ্রেয়—ব্যাপকতর বিষয়ের আওতায় ঠেলে-গুঁজে না দেওয়াই সঙ্গত। অবশ্য এই কাজটিতে তখনই সৌষ্ঠব আসবে যখন বর্গীকরণ স্কীমটির গঠনতত্ত্ব আমাদের নখদর্পণে থাকবে। তখন আর নিম্নোক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে আমাদের কোনো অসুবিধেয় পড়তে হবে না।

1. বিষয়টি জড়িত হয়ে আছে কোনো নির্দিষ্ট শিরোনামের সঙ্গে ?

2. বর্গীকরণ সারণিতে বিষয়টি কীভাবে উপবিভক্ত হয়েছে ? অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই, সে ছোটো বা বড়োই হোক, ভারতের ইতিহাসের জন্য যদি একটাই নম্বর নির্দিষ্ট হয়, স্থান ও কালগত কোনো উপবিভাগ কল্পিত না হয়, তাহলে বৃহত্তর পরিসরে সমস্ত বই বিন্যস্ত হলে একটা নিরুৎসাহজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

যদি কোনো গ্রন্থের বিষয় দুই বা তিন হয় তাহলে তাকে বিন্যস্ত করা উচিত মুখ্য বিষয়ের অধীনে, কিংবা যে বিষয়টি অগ্রে আলোচিত তার অধীনে। যখন তিনের অধিক বিষয় কোনো সাধারণ আলোচ্য হয় তখন এই তিন বিষয়কেই কুক্ষিগত করতে পারে এরকম কোনো সাধারণ বর্গের অন্তর্ভুক্ত করে বর্গীকরণে অগ্রসর হতে হবে। এই নীতি ঈষৎ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। গ্রন্থের মধ্যে যে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত পূর্ণরূপে আলোচিত হয় তারই প্রাধান্য হয় স্বীকৃত। যদি কোনো গ্রন্থে দুটি বিষয়ই হয় তুল্যমূল্য তাহলে পূর্বাবস্থিত বিষয় অনুযায়ী বর্গ স্থিরীকৃত হবে। যেমন, 'বিদ্যুৎ ও চুম্বক'—এখানে বিদ্যুৎতেরই অগ্রাধিকার। এই সাধারণ নীতিকে কোথাও কোথাও সূক্ষ্মতর করা হয়েছে। যেমন, কোনো বইয়ের মধ্যে দুটি বিষয়—একটি অপরটিকে প্রভাবিত করছে। সেখানে যে বিষয়টি প্রভাবিত হচ্ছে তাকেই বর্গীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। হয়তো একখানি বইয়ের নাম 'বাংলা সাহিত্যের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব', এখানে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বলেই বর্গীকরণ করতে হবে। ওই একই যুক্তিতে 'দর্শনের ধর্মীয় দিক' বিন্যস্ত হবে দর্শন শ্রেণীতে, ধর্ম শ্রেণীতে নয়। কোনো বিষয়ের নির্দিষ্ট অনেকগুলি দিক থাকতে পারে—কিন্তু সেই দিকগুলিকে কখনও প্রাধান্য দেওয়া হয় না, প্রাধান্য দেওয়া হয় বিষয়কেই।

সরাসরি সারণি ব্যবহার : সোজাসুজি বিষয়টি সারণিতে বর্গসংখ্যা সমেত সাজানো আছে, কিংবা অন্য বিষয়ের অধীনে উল্লিখিত যেমন,

কূটনীতি সংক্রান্ত আইন	341.33
বেতনাদি প্রাপকদের হিসাবরক্ষণ	657.74
অফিসে ডাটা প্রসেসিং	651.8
(সোজাসুজি হল না)	
001.6-এর নীচে নির্দেশটি দ্রষ্টব্য।	

দুই বা ততোধিক সম্ভাব্যস্থান : সারণি মধ্যে সাধারণ বা নির্দিষ্ট নির্দেশ লভ্য।

পাথরে খোদাই আবক্ষ মূর্তি	731.74
(731.2 কিংবা 731.463 হবে না নীচে সাধারণ নির্দেশ দ্রষ্টব্য)	7312—731.4—
পল্লীসমাজে যুবগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব	307.72

১২.১১.২ সাংকেতিক চিহ্নাবলীর সংশ্লেষণ (Notational Synthesis)

সম্ভবত আধুনিক বর্গীকরণ-তত্ত্বের প্রভাবে ডিডিসি-র সাম্প্রতিক সংস্করণে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণমূলক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক সংখ্যাই সারণিতে উল্লেখ করার চেষ্টা হয়নি। কাঙ্ক্ষিত বিশেষ সংখ্যাটি পাবার জন্য বেশ ভালো রকম সমন্বয়ের প্রয়োজন, বিশেষ করে সহায়ক ছকগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

মূল সংখ্যাটি (Base number) সর্বদাই সারণি থেকে গ্রহণযোগ্য। অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি সারণি থেকে কিংবা

সহায়ক ছক থেকে কিংবা উভয় ক্ষেত্র থেকেই গৃহীত হয়। অবশিষ্ট উপাদানের ক্রম নির্ধারিত হয় ছক বা সারণির নির্দেশ অনুসারে। সংখ্যা গঠন করবার শুরুতে বিন্দুটিকে অপসারিত করতে হবে। সংশ্লেষণের পালা সাঙ্গ হলে তৃতীয় অঙ্কের পর বসাতে হবে বিন্দুটি।

সারণির একাংশ থেকে সংগৃহীত হল মূল সংখ্যা। তার সঙ্গে জুড়তে হবে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অন্য একটি সংখ্যা সারণির অন্য অংশ থেকে। এটি কীভাবে করা যায় দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। যেমন

মূল সংখ্যার সঙ্গে পুরো একটা সংবাদ সংযোজন :

(তবে অন্তে আগত শূন্যকে (0) বর্জন করতে হবে

পদার্থবিদ্যার গ্রন্থপঞ্জি 016.53

1. নির্দেশিকা (Index) থেকে পাওয়া যাবে বিষয়গত গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা, অর্থাৎ 016

2. সারণির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে 016-016.9-এর তলায় একটি টীকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে : 'মূল সংখ্যা 016-এর সঙ্গে জুড়তে হবে 100-900' (Add 100-900 to base number 016) অর্থাৎ 100-900-এর মধ্যে যে-কোনো সংখ্যা জুড়ে ওই বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা গঠন করা যাবে।

3. পদার্থবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা 530

4. ওই সংখ্যাটি মূল সংখ্যার সঙ্গে জুড়তে হবে। যা দাঁড়াবে তা হল 016.530

5. এবার তৃতীয় অঙ্কের পর বসবে বিন্দু আর প্রান্তিক শূন্য (0) বর্জন করতে হবে। অতএব সাংকেতিক চিহ্নের পূর্ণরূপ দাঁড়াল 016.53

মূল সংখ্যার সঙ্গে সহায়িকা ছকের সাংকেতিক চিহ্ন যোজনা

ঊনবিংশ সংস্করণে 7টি সহায়িকা ছক আছে। ছক নম্বর 3 ও ছক নম্বর 4 ছাড়া অন্য সমস্ত ছক সারণির সর্বত্র ব্যবহৃত হতে পারে। যেখানেই প্রযোজ্য বলে মনে হবে সেখানেই 1 নম্বর ছকটি ব্যবহার করা যেতে পারে। 2, 5, 6 এবং 7 নম্বর ছকের সাংকেতিক চিহ্ন নির্দেশমতো ব্যবহার্য। যদিও নির্দেশ থাকলে 1 নম্বর ছকের –09, –89 এবং –88-এর সঙ্গে যথাক্রমে সংযোজিত হতে পারে 2, 5 এবং 7 নম্বর ছকের সাংকেতিক চিহ্ন। এর ফলে যা দাঁড়ায় তাকে 1 নম্বর ছকের উপবিভাগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোনো কোনো সারণিতে 3 এবং 4 নম্বর ছক প্রযুক্ত হতে পারে :

3 নম্বর ছক ব্যবহৃত হতে পারে 810-890-এর সঙ্গে।

4 নম্বর ছক ব্যবহৃত হতে পারে 420-420-এর সঙ্গে।

নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ থাকলেই এরকম ব্যবহার সঙ্গত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সহায়িকা ছকের সমস্ত সাংকেতিক চিহ্নের পূর্বে একটি হাইফেন (-) চিহ্ন বসানো থাকে। এতে বুঝতে হবে যে, এগুলি পূর্ণাঙ্গ বর্গসংখ্যা নয়। সারণির মূল সংখ্যার সঙ্গে এগুলি সংযুক্ত করতে হবে। কখনও কখনও এক ছকের সাংকেতিক চিহ্নের সঙ্গে অন্য ছকের সাংকেতিক চিহ্নের সংযোগ সাধন করতে হয় এবং পরে উভয়কেই সারণির যথাযোগ্য মূল সংখ্যার সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে।

1 নম্বর ছকের পূর্ববর্তিতার ছক (A table of Precedence for Table 1)। 1 নম্বর ছকের কোনো একটি উপবিভাগের সঙ্গে অন্য একটি উপবিভাগের সংযুক্তিকরণ প্রায় নিষিদ্ধ। একমাত্র নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকলে তবেই এরকম করা বিধেয়। একটি মূল বিষয়ের মধ্যে যখন অনেকগুলি উপবিভাগ এসে পড়ে, তখন বর্গকারকে দিয়ে পড়তে হয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যেমন, **ফোটোগ্রাফির যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও সংস্কার বিষয়ক পরিকল্পিত পাঠ্য** 721.0288। এখানে পরিকল্পিত পাঠ্য বা Programmed Text-এর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা হল -077, সংরক্ষণ ও সংস্কারের (Maintenance and repair) জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা হল -0288, আর ফোটোগ্রাফির যন্ত্রপাতি হল 77।

ঊনবিংশ সংস্করণে 1 নম্বর ছকের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে একটি উল্লেখক্রম। সেখানেই 1 নম্বর ছকের দুই বা ততোধিক উপবিভাগের সংশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয়, অথচ অন্য কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকে না সেখানে এই পূর্ববর্তিতার ছকটি অনুসরণ করতে হবে। উপরে উদাহৃত গ্রন্থটিকে 771.077 কিংবা 771.0288077-এর অধীনে বর্গবদ্ধ করলে সেটি সঠিক হবে না।

ছক নম্বর 1 : Standard Subdivisions

এক নম্বর ছকে নয় প্রকার উপবিভাগের উল্লেখ আছে। উপবিভাগগুলির শুরুতেই শূন্য (0), যেমন 01, 02 ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে হাইফেন। উদাহরণের সাহায্যে 1 নম্বর ছকে ব্যবহার স্পষ্ট করা যেতে পারে : "রসায়নের কোনো পত্রিকার" বর্গীকরণ সংখ্যা কত ?

1. রসায়নের সাংকেতিক চিহ্ন হল 540 (মূলসংখ্যা)।

2. পত্রিকার (Serial publication) সাংকেতিক চিহ্ন পাওয়া যায় 1 নম্বর ছক থেকে। সেটি হল –05।

3. (2) কে (1) সঙ্গে জুড়তে হবে। অর্থাৎ 540.51540.05 হবে না।

মূল সংখ্যা 1 নম্বর ছকের কোনো উপবিভাগ যোগ করার আগে মূল সংখ্যার তিনটি অঙ্গ পূর্ণ করার জন্য সমস্ত শূন্য (0)-কে অপসারিত করার কৌশল আমরা দেখেছি। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাংকেতিক চিহ্নের শুরুতেই হচ্ছে –0, –00 কিংবা –000 দিয়ে। এর অর্থ স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগ ছাড়া অন্য কিছুকে নির্দেশ করে। এসব ক্ষেত্রে একাধিক শূন্য (0) ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন :

320 রাষ্ট্রবিজ্ঞান

.01 দর্শন এবং তত্ত্ব

.02-.08 অন্য স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগগুলি

অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট হবে 320.05।

352 স্থানীয় সরকার (Local government)

স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগগুলির জন্য নির্দিষ্ট 352.0001-352.0008 পর্যন্ত।

অতএব স্থানীয় সরকারগুলির ডাইরেকটরির জন্য নির্দিষ্ট হবে 352.00025।

350 লোক প্রশাসন (Public administration)

স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগগুলির জন্য নির্দিষ্ট 350.0001–350.0009

অতএব লোকপ্রশাসনের ইতিহাসের জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট হবে তা হল 350.0009

ছক নম্বর 2 : Areas

সারণিতে নির্দেশ থাকলে সোজাসুজি এগুলি মূল সংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। যেমন,

ফিনল্যান্ডের ভূতত্ত্ব 554.897

1. ইউরোপের ভূতত্ত্ব 554

এখানে সারণিতে নির্দেশ হল, স্থানসূচক সাংকেতিক চিহ্ন অর্থাৎ –41 থেকে –49 পর্যন্ত যোগ করতে হবে মূল সংখ্যা 55-এর সঙ্গে।

2. ফিনল্যান্ডের সাংকেতিক চিহ্ন হল –4897

3.(1)-এর সঙ্গে যোগ করতে হবে (2)। তারপর বসাতে হবে বিন্দু। তা হলে দাঁড়াবে 554.897।

জাপান ও গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক (Foreign relations between Japan and Great Britain)

1. বিশেষ বিশেষ দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক তালিকাবদ্ধ আছে যে মূল সংখ্যার তলায় তা হল 327.3–327.9 327

2. জাপানের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন –52

3. গ্রেট ব্রিটেনের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন –41

4. নির্দেশমতো মূল সংখ্যার (অর্থাৎ 327) পরে বসাতে হবে একটি দেশের স্থানসূচক সাংকেতিক চিহ্ন, তারপর বসাতে হবে '0' তারপর অন্য দেশটির স্থানসূচক চিহ্ন। গ্রন্থমধ্যে যে দেশের গুরুত্ব অধিক সে দেশের সংখ্যা বসবে আগে।

5. যদি জাপান গুরুত্ব পায় তাহলে হবে 327.52041

6. যদি গ্রেট ব্রিটেন গুরুত্ব পায় তাহলে হবে 327.41052

7. গুরুত্ব যদি সমান হয় তাহলে সাংকেতিক চিহ্নের ক্রমপরম্পরা অনুযায়ী সংখ্যা গঠন করতে হবে অর্থাৎ তখন সংখ্যাটি হবে 327.41052।

1 নম্বর ছকের –093 থেকে –999-এর তলায় একটি নির্দেশক লক্ষ্যণীয়। বলা হয়েছে 2 নম্বর ছক থেকে স্থানিক সাংকেতিক চিহ্ন –3/–9-কে মূল সংখ্যা –09-এর সঙ্গে যোগ করতে। যেমন, আমেরিকার কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সাংকেতিক চিহ্ন হবে –0937। কারণ, –09 হল একটি স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগ। সেইহেতু সারণির যেকোনো সংখ্যার সঙ্গেই প্রয়োজনমতো যোগ করা চলে। আসলে ডিডিসি-তে প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যাকে ভৌগোলিক দিক থেকে উপবিভক্ত করা চলে। অন্য ছক থেকে সংখ্যা আমদানি করার উদাহরণ।

আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি 540.6073

1. কেমিস্ট্রির নম্বর হল 540

2. জাতীয় সংগঠনগুলির (National Organisation) সাংকেতিক চিহ্ন পাওয়া যাবে 1 নম্বর ছকে –060

3. (2)-এর সঙ্গে স্থানসূচক সংখ্যাটি যোগ করতে হবে –06073

4. (3)-কে (1)-এর সঙ্গে যোগ করলে পাওয়া যাবে 540.6073

কখনও কখনও স্থানসূচক সাংকেতিক চিহ্নের অংশবিশেষও সংযুক্ত হয়। যেমন, মস্কোর ইতিহাস 947.31 (930-999 তলায় নির্দেশটি লক্ষ্যণীয়)।

ছক নম্বর 3 : Subdivisions of Individual Literatures

সারণির 810-890 অংশে উল্লিখিত সাহিত্য প্রসঙ্গো মূল সংখ্যার সঙ্গো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে এই ছকের সাংকেতিক চিহ্ন। যেমন,

স্প্যানিশীয় সাহিত্য সংগ্রহ 860.8

(ফ্যাসেট : ভাষা)

1. স্প্যানিশীয় সাহিত্যের মূল সংখ্যা 86

2. সংগ্রহের সাংকেতিক চিহ্ন নম্বর ছক থেকে –08

3. (1)-এর সঙ্গো (2) যোগ করতে হবে 860.8

ছক নম্বর 4 : Subdividions of Individial Languages

সারণির 420-490-তে বিভিন্ন ভাষার জন্য নির্দিষ্ট আছে যে মূল সংখ্যা, তার সঙ্গো জুড়তে হবে এই ছকের সাংকেতিক চিহ্ন। যেমন,

জার্মান ভাষার স্বরভঙ্গি (intonation) 431.6

1. জার্মান ভাষার জন্য মূল সংখ্যা হল 43

2. 4 নম্বর ছক থেকে স্বরভঙ্গির নম্বর –16

3.(1)-এর সঙ্গো জুড়তে হবে (2) তারপর বিন্দুপাত

দ্বিভাষিক অভিধান (Bilingual Dictionary)

দ্বিভাষিক অভিধানে কোন্ ভাষা মূল সংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা আগে ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণত ব্যবহারকারীদের অল্পতর পরিচিত ভাষাকে মূল সংখ্যা হিসেবে গণ্য করার রীতি। কেননা, অল্প পরিচিত ভাষারই অনুবাদ প্রয়োজন হয়। যেমন,

ইংরেজি-স্প্যানিশ ভাষার অভিধান

1. আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের জন্য স্প্যানিশ ভাষাই ইংরেজি ভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত। অতএব স্প্যানিশ ভাষার সাংকেতিক চিহ্নকে মূল সংখ্যা হিসেবে ধরা যেতে পারে। স্প্যানিস ভাষার মূল সংখ্যা 46

2. দ্বিভাষিক অভিধানের উপবিভাগসমূহ –32 –39

(4 নম্বর ছক থেকে লভ্য)

3. 6 নম্বর ছক থেকে ভাষার জন্য নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে (–21 ইংরেজি ভাষা) তাকে জুড়তে হবে মূল সংখ্যা 3-এর সঙ্গো। যা দাঁড়াল –32।

4. (1) এর সঙ্গো (3) জুড়ে বসাতে হবে বিন্দু। অতএব গ্রন্থটির নম্বর হল 463.21

দুটি ভাষাই যদি প্রয়োজনীয় হয় কিংবা পরিচিতির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে সারণিতে পরম্পরার শেষে উল্লিখিত ভাষা অনুযায়ী বর্গীকরণ হবে। অর্থাৎ শেষোক্ত ভাষার সাংকেতিক চিহ্নকেই মূল ভাষা ধরতে হবে।

ছক নম্বর 5 : Racial, Ethnic, National Groups

সারণিতে নির্দেশ থাকলে এগুলি সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে। আবার স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগ –089 সঙ্গে মিলে যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুখ্যবর্গ জীবনবিজ্ঞানের অন্তর্গত 572 অর্থাৎ মানবজাতি (Human races)। এর অন্তর্গত উপবিভাগ হল 527.8 অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতিসমূহ। সঙ্গে নির্দেশ জুড়ে দেওয়া আছে 'মূল সংখ্যা 572.8-এর সঙ্গে জাতি, ধর্ম ও দেশগত সম্প্রদায়ের সাংকেতিক চিহ্ন –01 –99 ছক নম্বর 5 থেকে যোগ করো। কাজেই 'পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহ'-এর জন্য সাংকেতিক চিহ্ন গঠন করতে হবে 572.8 এবং –95 মিলিয়ে। অর্থাৎ যা দাঁড়াবে তা হল 572.895।

চীনাদের মণ্ডনশিল্প

1. মূল সংখ্যা মণ্ডনশিল্প ও গৌণশিল্প	745
2. স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগ—বিশেষ বিশেষ জাতি, বর্ণ ও দেশগত সম্প্রদায়—যেখানে 5 নম্বর ছক থেকে সংখ্যা যোগ করার নির্দেশ দেওয়া আছে	–089
3. চীন জাতির সাংকেতিক 5 চিহ্ন নম্বর ছক থেকে	–951
4. যা দাঁড়াবে তা হল	745.089 951

ছক নম্বর 6 : Languages

এই ছকে ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা বিন্যস্ত। তৎসহ যুক্ত ভাষার উপবিভাগগুলি। যখনই সারণিতে 'ভাষার' সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের নির্দেশ দেখা যাবে তখনই এই তালিকার সাহায্য নিতে হবে।

একখানি ফরাসি বাইবেল	220.541
বাইবেল	220
আধুনিক রূপান্তর	220.5

6 নম্বর ছক অনুযায়ী ফরাসি ভাষার সাংকেতিক চিহ্ন হল –41। সারণির নির্দেশে বলা আছে 6 নম্বর ছক থেকে ভাষার সাংকেতিক চিহ্ন 3-9 যোগ করে মূল সংখ্যা 220.5-এর সঙ্গে।

ছক নম্বর 7 : Persons

7 নম্বর ছকের ব্যবহার পদ্ধতি 2, 5 ও 6 নম্বর ছক-এর মতোই। স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগের –888 সঙ্গে মিলে যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গেই 7 নম্বর ছকের ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হতে পারে। এখানে ব্যক্তি বলতে স্ট্যান্ডার্ড উপবিভাগের –092 অর্থাৎ জীবনীর ব্যক্তিকে যেন এক বলে ভাবা না হয়।

পদার্থবিদ্যার জন্য গণিতশাস্ত্র	5102453

1 নম্বর ছকের –024-এ নির্দেশ আছে 'Works for specific types of users' ব্যবহারকারী অনুসারে গণিতশাস্ত্র 510.24

5.3 অর্থাৎ পদার্থবিদদের নম্বর পাওয়া যাবে 7 নম্বর ছক থেকে।

১২.১২ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Abridged Edition)

ছোটো ছোটো গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি প্রথম প্রকাশিত হল 1894 সালে। একাদশ সংস্করণটি 1979 সালে প্রকাশিত। অষ্টম থেকে একাদশ সংস্করণের সম্পাদনা কর্মে লিপ্ত ছিলেন বেঞ্জামিন কাস্টার। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যথার্থই সংক্ষিপ্ত এবং খুব উপযোগী। মূল সংখ্যাটিকে বজায় রেখেই এটি সম্ভব। সংক্ষেপকরণের কাজ যথেষ্টই শ্রমসাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচ ও ছয় সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আটের উপরে কখনোই পাড়ি জমাতে হয় না। যদিও কোথাও কোথাও কামেয় হয়েছে অনিয়মের রাজত্ব। অন্যান্য জার্মান ভাষার জন্য 439 আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ভাষার জন্য 439.5 মূল সংখ্যা হিসেবে নির্দিষ্ট। আটপৃষ্ঠা ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও বাদ পড়ে গেল আইসল্যান্ডীয় ভাষাগুলি। পাশ্চাত্যের একটি ছোটো গ্রন্থাগারেও কিন্তু এই ভাষাগুলির বই থাকা সম্ভব।

মূল সংস্করণের সাত ভগিনীর মধ্যে প্রথম চারটিই এখানে সমাদৃত। বাকি তিনটি বিদায় নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণেও সমাদৃত হয়েছে বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণমূলক চেতনা। বিশেষ করে সহায়িকা ছকগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বিংশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1989-তে। তার কিছু পরেই দ্বাদশ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ পায়।

১২.১৩ মূল্যায়ন

শতবর্ষে আঠারোটি সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর যখন দ্বিতীয় শতবর্ষের প্রারম্ভে তার ঊনবিংশ ও বিংশ সংস্করণ নিয়ে দাঁড়াল তারপর নিয়ে এল একবিংশ সংস্করণ ও দ্বাবিংশ তখন এই কথাই মনে হয় যে, নতুন ও পুরাতনের সুষম মিশ্রণের গুণে এ পদ্ধতি টিকে আছে এবং হয়তো থাকবেও। লাইব্রেরির সমস্ত বিষয়ের বর্গীকরণে এ পদ্ধতির জনপ্রিয়তা সংশয়াতীত। যথাসময়ে প্রকাশনা এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে প্রতিকূল বাতাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সমালোচনার ঝড় উঠেছে, তবু যাঁরা ডিউই-র জাহাজের নাবিক, সেই ক্যাটালগ-প্রণেতাদের এখনও তাঁদের জাহাজের সামর্থ্য সম্পর্কে অগাধ আস্থা। তদুপরি এ পদ্ধতিতে রয়েছে বিশ্বজনীন সংখ্যা বৈশিষ্ট্য।

সুবিধা

1. এতে আছে সরল ও অমিশ্র সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার।
2. আরবীয় সংখ্যার প্রসার আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত।
3. সাংকেতিক চিহ্নগুলি লেখা ও টাইপ করা সহজ। মনে রাখাও সহজ। এবং ব্যবহারকারীদের মনে বেশ দীর্ঘ সময় সংখ্যাগুলি অনুরণিত হয়।
4. সাংকেতিক পদ্ধতিতে স্মৃতিসহায়ক উপায় ব্যাপকভাবে গৃহীত।
5. বর্গীকরণ সারণি যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল। নতুন বিষয়ের সংস্থান এখানে সহজেই করা যায় দশমিক পদ্ধতির কল্যাণে। সাংকেতিক চিহ্নের গ্রহণক্ষমতা অবশ্য অধীনস্থ বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

6. সারণিতে অনেক বিষয়ের বিকল্প সংস্থান-ব্যবস্থাও আছে। গ্রন্থাগারগুলি পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প পন্থার আশ্রয়ী হতে পারে।
7. বংশলতিকার মতো এই পদ্ধতিও ক্রমপর্যায়ী বলে বিষয় ও জনক বিষয়ের সম্পর্কও বিশদ।
8. পদ্ধতিটিতে একটি সুন্দর সম্বন্ধসূচক বিষয় নির্দেশিকা সংযোজিত।
9. পদ্ধতিটি নিয়মিত পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সাহায্যে সাম্প্রতিকতা বজায় রেখেছে।

অসুবিধা

1. দশটি মাত্র মুখ্য শ্রেণী পরিকল্পিত হওয়ায় ভিত্তি হয়েছে ক্ষীণ। ফলে বর্গীকরণে দীর্ঘ সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য।
2. শ্রেণীবিন্যাস সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে ভাষাকে সাহিত্য থেকে, সমাজবিজ্ঞানকে ইতিহাস থেকে এবং মনোবিজ্ঞানকে ভেষজবিজ্ঞান থেকে পৃথক করা অনেকের মতোই সমীচীন হয়নি।
3. বিভিন্ন বিষয়ের সম্প্রসারণ সমতালে হয়নি। ফলে বর্গীকরণের কাঠামো হয়ে গেছে অসম। কোনো কোনো বর্গে ভীড়ে বিষয়ের অতিরেক ঘটেছে। যেমন, 300 সমাজবিজ্ঞান, 500 বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 600 প্রযুক্তি বিজ্ঞান।
4. যদিও দশমিক প্রথার দৌলতে যে-কোনো বিষয়েরই অনিঃশেষ সম্প্রসারণের সুযোগ রয়ে গেছে, কিন্তু সে প্রবাহ বিষয়ের উপবিভাগের ক্রমপরম্পরায় আবর্তিত। সমপদস্থ বিষয়ের সঠিক অন্তর্ভুক্তি এ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে বিষয়ের উপবিভাগ হিসেবেই তাকে বিন্যস্ত হতে হবে।
5. বড়ো বেশি পাশ্চাত্য পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে আমেরিকার লাইব্রেরিগুলিকে উদ্দেশ্য করেই যেন এ পদ্ধতি উদ্ভাবিত। আমেরিকার ইতিহাস এবং খ্রিস্টধর্মের জন্য তুলনায় অনেক বেশি স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে।
6. কোনো কোনো বিষয়ের সংযোজনা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। যেমন, সাধারণী বর্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, দর্শনের উপবিভাগ হিসেবে মনোবিদ্যা, শিল্পশ্রেণীতে ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ।
7. সংস্করণে সংস্করণে অনেক বিষয়কেই স্থানান্তকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার কখনও কখনও জ্ঞানরাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে তাল মেলাতে জীর্ণ সারণিকে পরিমার্জিত করতে হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে এসবের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের পূনর্বিন্যাসে গ্রন্থাগারিককে পড়তে হয় নানা সমস্যায়। ডিডিসি-র ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তবে যে ফুৎকারে ফুরিয়ে যাবে না। রূপান্তরণের পথে নবরূপে হয়তো নতুন করে জেগে উঠবে বিবর্তনের পথে যোগ্যতমই টিকে থাকবে। বুদ্ধি যদি সদ্য জাগ্রত থাকে, পর্যবেক্ষণ যদি হয় প্রখর আর আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা যদি হয় প্রবল তাহলে সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। জগৎসংসারে টিকে থাকার এইটিই হল মূলমন্ত্র। বলা বাহুল্য, যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করতে থাকলে সার্থকতার পথ স্তূপীকৃত মরুবালুর দ্বারা হয়ে পড়বে অবরুদ্ধ। তবে এখনও যদি সম্পাদনা পর্ষৎ আন্তরিকভাবে তৎপর হন তাহলে ডিউই-র সারণিকে আরও এক শতাব্দীকাল সঞ্জীবিত করে রাখা তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার নয়।

১২.১৪ ডিডিসি-র ব্যবহার

ডিডিসি আজ দেশের ও বিদেশের বহু লাইব্রেরিতে সমাদৃত। তাছাড়া কিছু কিছু নামী প্রকাশনা সংস্থা এই বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে। যেমন, 'বুকলিস্ট' (আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন), 'পাবলিশার্স উইকলি' (আর. আর. রাউকার), 'বুক রিভিয়ু ডাইজেস্ট' (ব্রিটিশ কাউন্সিল) এবং 'অ্যানুয়াল ইন্ডিয়ান বুকস ইন প্রিন্ট'। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি যেমন, ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি, শ্রীলঙ্কান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি ও ক্যানাডিয়ানাও ডিডিসি ব্যবহার করে। ডিডিসি-র ব্যবহার বহু দেশে চলেছে—যেমন, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি, লাতিন আমেরিকা, নরওয়ে, ইতালি, গ্রীস, ইসরায়েল, আরব দেশসমূহ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি।

১২.১৫ রাশি বিভাজন রীতি (Segmentation)

ডিডিসি-র সাংকেতিক চিহ্ন দীর্ঘ, কখনও বা ব্যবহারের অনুপুযুক্ত হতে পারে। ছোটো ছোটো গ্রন্থাগারে এই ধরনের দীর্ঘ সংখ্যার ব্যবহার অভিপ্রেত নয়। ডিডিসি-র সাংকেতিক চিহ্নর এক বৈশিষ্ট্যই হল ক্রমপর্যায়ী গঠন। বর্গীকরণের গতি ব্যাপক থেকে বিশেষের দিকে নিয়ে যায়। ক্রমপর্যায়ী সাংকেতিক চিহ্নকে ক্রমপর্যায়ী অংশে বিশেষায়িত করা যায়। কিন্তু ইচ্ছামতো সংখ্যাকে ছোটো করা যায় না। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ক্যাটলগিং কপিতে বিভিন্ন অংশে বিভাজনের পদ্ধতি প্রাইম মার্কস দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এই ধরনের পদ্ধতি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ক্যাটালগে অথবা মার্ক টেপে (এক অংশ থেকে তিন অংশে বিভাজন) ব্যবহার করা হয়। যেমন, 621.367; 338, 7′62′515 দুই অংশে বিভাজিত প্রথম অংশটি ছোটো লাইব্রেরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে ; তিন অংশে বিভাজিত প্রথম অংশ ছোটো লাইব্রেরিতে, দ্বিতীয় অংশ মধ্যম আকারের লাইব্রেরিতে এবং সমস্ত সংখ্যাটি বড়ো লাইব্রেরিতে ব্যবহার করা যায়। মোট কথা, সাংকেতিক চিহ্নের ক্রমপর্যায়ী গঠনই এই রাশি বিভাজনের পদ্ধতিকে সুগম করেছে।

১২.১৬ কল নম্বর (Call Numbers)

একই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে হলে বর্গীকরণ সংখ্যার সঙ্গে লেখক-সূচক সাংকেতিক চিহ্ন (Author mark) সংযুক্ত করা হয়। এই দুয়ের সংযোগে তৈরি হয় কল নম্বর। লেখকসূচক সাংকেতিক চিহ্নকেই বলা হয় বুক নম্বর। বুক নম্বর ও বর্গীকরণ নম্বর মিলে তৈরি হয় কল নম্বর।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পরিমাণ এবং অনুসৃত বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিবিধ প্রকারের লেখক-সূচক সাংকেতিক চিহ্নের সাক্ষাৎ মেলে। ডিডিসি-তে বেশ কয়েক প্রকারের লেখকসূচক সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত আছে। অনেক ইস্কুলে বা ছোটোখাটো গ্রন্থাগারে সহজ একটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তাতে লেখকের পদবিটির আদ্যক্ষরটি কাজে লাগানো হয়। যেমন,

823.8	822.3
D	M

বড়ো গ্রন্থাগারে আদ্যক্ষরের বদলে বেশ কয়েকটি অক্ষরকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন—

823.8 822.3

Dic Mar

এই পদ্ধতির চরমতম পর্যায়ে পুরো পদবিটি জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন,

823.8 822.3

Dickens Marlowe

বলা বাহুল্য, পদ্ধতিটি কিছুটা জটিল। যদিও এক আদ্যক্ষরই লেখকদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে এ পদ্ধতির সামর্থ্য প্রশ্নাতীত।

১২.১৬.১ কাটার নম্বর (Cutter Number)

গ্রন্থ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে চার্লস অ্যামি কাটার একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। লেখকসূচক সাংকেতিক চিহ্ন তৈরির ক্ষেত্রে কাটার নম্বর তাঁরই উদ্ভাবন। কাটারের এক্সপানসিভ ক্লাসিফিকেশন-এর ব্যবহারের জন্য মূলত এই সংখ্যা গঠনের কারিগরি। কিন্তু বর্তমানে ডিডিসি-র এই নম্বর ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এই পদ্ধতিতে লেখকের সংখ্যা গঠিত হয় দুয়ের সংযোগে। একদিকে লেখক নামের পদবির আদ্যাক্ষর, অন্যদিকে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে নাম সাজানোর সংখ্যা-ছক থেকে গৃহীত সংখ্যা। যেমন, D 556 (Dickens), D557 (Dickenson), D558 (Dickerson)। এতে লেখক-সংখ্যা হয়ে যায় হ্রস্বতর। ফলে শেলফে বই সাজিয়ে রাখাও যেমন সহজ হয়ে যায় তেমনি সহজেই তার পাঠোদ্ধার করা যায়। বর্তমানে তিনটি কাটার ছক প্রচলিত :

দুই অঙ্কের লেখক-ছক (Two-Figure Author Table)

তিন অঙ্কের লেখক-ছক (Three-Figure Author Table)

এবং কাটার সানবর্ন ছক (Cutter-Sanborn Table)।

১২.১৬.২ অন্যন্য কল নম্বর (Unique Call Numbers)

অনেক গ্রন্থাগারই কল নম্বর গঠনে অনন্যতার আশ্রয়ী। এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় পৃথক পৃথক কল নম্বর। এদিক থেকে কল নম্বরই গ্রন্থের প্রকৃত ঠিকানা নির্দেশ করে। যখনই একই পদবির দুজন লেখক একই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয় কাটার নম্বর। যেমন, ডেভিড ডিকেনসনের জন্য নির্দিষ্ট হয় D557 কিংবা রবার্ট ডিকেনসনের জন্য D5575। একই বিষয়ে যখন একই লেখকের একাধিক গ্রন্থ থাকে তখন তার জন্য অবলম্বন করা হয় স্বতন্ত্র পন্থা—বর্গীকরণ সংখ্যার সঙ্গে তখন সংযুক্ত হয় গ্রন্থচিহ্ন (Work marks), সংস্করণ চিহ্ন (Edition marks), কপিসংখ্যা ও খণ্ডসূচক সংখ্যা।

গ্রন্থচিহ্ন : চিহ্ন গঠনের একটি নিয়ম আছে। গ্রন্থের বর্গসংখ্যার নিচে বসাতে হবে লেখক-সূচক চিহ্ন আর শেষে গ্রন্থনামের আদি বর্ণটি ছোটো হাতের করে লিখতে হয়। অবশ্য গ্রন্থনামের বিশেষণগুলি অর্থাৎ 'a', 'an', 'the' বিবেচিত হবে না। যেমন,

Henry James-এর "The Portrait of a Lady"	813.4
	J 233 P

অনেক সময় কোনো লেখকের একই বিষয়ের কোনো সিরিজ থাকতে পারে। কিন্তু ওই সিরিজের গ্রন্থনামগুলির আদ্যবর্ণও যদি এক হয় তবে সেই গ্রন্থগুলি অনন্য চিহ্নে ভূষিত করতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়তে হয়। তখন গ্রন্থনামের বিশিষ্ট শব্দগুলির আদ্যবর্ণ ছোটো হাতের করে জুড়ে দিতে হবে। যেমন—

Heyden's 'Chats on English China'	738.2
	H 324 cc
Hayden's 'Chats on Old China'	738.2
	H 324 co
Hayden's 'Chats on Royal Copenhangen Porce lain'	H 324 cr

সংস্করণ চিহ্ন : লাইব্রেরিতে একই বইয়ের ভিন্ন সংস্করণ থাকতে পারে। বর্গীকরণ সংখ্যা সেক্ষেত্রে একই। কিন্তু এতে অনেক অসুবিধে। কাজই এখানেও সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা অনন্যতার জাদুত সঞ্চার করতে হয়। এটি করতে হলে গ্রন্থচিহ্নের পরে সংস্করণের সংখ্যা বসিয়ে তৈরি হয় কল নম্বর। কোনো লাইব্রেরিতে সংস্করণের সংখ্যা না বসিয়ে প্রকাশ-বর্গকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেখানে একই বর্ষে বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেখানে বর্ষের পর a, b, c ইত্যাদি জুড়ে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করা হয়। যেমন 1986a, 1986b ইত্যাদি। যেমন—

	025.431	025.431	025.431
	D515d	D515d	D515d
	17	18	19
অথবা	025.431	025.431	025.431
	D515 d	D515 d	D515 d
	1965	1971	1979

কপি ও খণ্ডসূচক সংখ্যা : কখনও কখনও একই গ্রন্থের অনেকগুলি খণ্ড থাকে কিংবা একই বইয়ের অনেকগুলি কপি থাকে। কখনও কখনও এই দুটি ব্যাপারে একই বইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তখন বইয়ের ঠিকানাকে অনন্য করে তোলার পদ্ধতি হিসেবে কল নম্বরের পর খণ্ড সংখ্যা ও কপির সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন,

025.431	025.431
D515 d	D515 d
18	18
v.2	v.1
	copy 2

ক্যাটালগের এন্ট্রিতে অবশ্য কপির বহুলত্বসূচক সংবাদটি লিখিত থাকে না।

১২.১৬.৩ কল নম্বরের উপসর্গ (Prefixes to Call Numbers)

যখন কোনো গ্রন্থকে স্থানচ্যুত করে অন্যত্র বিশেষ স্থানে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন হয় তখন কল নম্বরের আগে জুড়ে দেওয়া হয় একটি উপসর্গ। যেমন রেফারেন্স বইয়ের ক্ষেত্রে "R" অক্ষরটি উপসর্গ কল নম্বরের পূর্বে বসানো হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কল নম্বরটি হল :

R	অথবা	R
031		031
En 19		BRI

বৃহদাকৃতি বই কিংবা বিশেষ সংগ্রহশালার গ্রন্থের ক্ষেত্রেও কল নম্বরের উপসর্গ বসানোর রীতি আছে।

১২.১৭ অনুশীলনী

১। ডিউই-র বর্গীকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
২। বিদ্যাভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিকতার পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩। ডিউই পদ্ধতির সাংকেতিক চিহ্নের ক্রমপর্যায়ী গঠন উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।
৪। ডিউই পদ্ধতিতে সংশ্লেষণের রীতি বিশদভাবে আলোচনা করুন।
৫। ডিউই পদ্ধতির পরিমার্জনের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করুন।
৬। ডিউই পদ্ধতির এক নম্বর ছকের একাধিক শূন্যের ব্যবহার দেখান।

১২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dewy Decimal Classification and relative index, 19th ed., edited by Benjamin Custer, Lake Placid Club, Forest Press. 1979.
2. Turner, C : Organizing information : principles and practice, London, Clive Bingley, 1987.